চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৯ কার্ত্তিক – ১৫ কার্ত্তিক, ১৪৩১ ঃ ৯ নভেম্বর – ১৫ নভেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 3, 9 November - 15 November, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে শনির দশা চলছে। ৭ মাস পরে

বাংলা স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফল বেরোবার সময় জানা গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৩টি কলেজ থেকে হারিয়ে গিয়েছে ১২০ জনের উত্তরপত্র। আবার এর জন্য দায়ী নাকি পরীক্ষকরাই।

রবিবার : বাংলায় এখন রাজ নরপিশাচদের। এত প্রতিবাদ

বিক্ষোভের পরেও ফালাকাটার পর আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে যাকে নাকি গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার : দীর্ঘ সময় শান্ত থাকার পর বিধানসভা নির্বাচনের ফল

বেরোনো ইস্তক থেকে জম্মু-কাশ্মীরে টানা জঙ্গী হামলা শুরু হয়েছে। শ্রীনগরের লালচকে জনবহুল বাজার এলাকায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটালো জঙ্গীরা। আহত বেশ কয়েকজন।

মঙ্গলবার : গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে চুপ থাকার পর চার্জ গঠনের

দিন প্রিজন ভ্যানে গর্জে উঠল আরজি কর ধর্ষণ কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায়। নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে তাকে ভয় দেখানো হচ্ছে, ফাঁসানো হচ্ছে বলে ভ্যানের জানলা দিয়ে চেঁচাতে থাকে সঞ্জয়।

বুধবার : কদিন আগেই সরকারি হাসপাতালে চালু হয়েছে সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম। কিন্তু সেটা যে

কাজের নয় তা দেখালেন গড়িয়ার সুশীল হালদার। রেফার হয়ে এ হাসপাতাল থেকে ও হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে দেহ রাখলেন এসএসকেএম'র গেটে।

বৃহস্পতিবার : ডেমোক্রাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে অনেক পিছনে ফেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

নির্বাচনে দ্বিতীয়বার জিতে ইতিহাস গড়লেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ৪ বছর ধরে কোনো আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার না করে তিনি চালিয়ে গিয়েছেন লড়াই।

শুক্রবার : পশ্চিমবঙ্গের আবাস দুর্নীতিতে নজিরবিহীন রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ক্যানিং-১

ব্লকের বিডিও এবং ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আদালতে পেশ করার আদেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজনীতির প্রবল ঘূর্ণিপাকে

তলিয়ে যাচ্ছে বাঙালির ঘর

ওঙ্কার মিত্র

পাক খেতে খেতে ধেয়ে আসা রাজনীতির চোরা স্রোতের ধাক্কায় মেধা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, প্রতিবাদের পরম্পরা দিয়ে সাজানো টালমাটাল ঘর বাঁচাতে বাঙালি এখন চোখের জলে নাকের জলে। এটা বাঁচাতে ওটা যাওয়ার উপক্রম। কুল মান সবই যেতে বসেছে। যে বাঙালি একদিন স্বাধীনতার জন্য, এক টুকরো ভিটে মাটির জন্য, খাদ্যের জন্য, সম্মানের জন্য ক্ষমতাশালী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে অধিকার আদায় করে এনেছে সেই বাঙালি এখন একটা মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে নাজেহাল। রাজনৈতিক নেতা থেকে সরকার থেকে আদালত সকলেই এখন বাঙালির কাছে ভিলেন। বর্তমান রাজ্য সরকার তো আম বাঙালির প্রতিবাদকে পাত্তা দিতেই নারাজ। উল্টে তাকে আক্রমণ করে দুর্বল করতে উদ্যত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তো এখন বাঙালি চক্ষুশুল। দুর্নীতিবাজ বাঙালির জন্য তাদের আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ। বাঙালির কান্না পৌঁছায় না তাদের কাছে।

নির্লিপ্ত কেন্দ্রের শাসকদলের ভাবটা হল, দেখ কেমন লাগে। আমাদের ভোট দাওনি যখন তখন পিষে মর, আমরা ফিরেও তাকাবো না। কেন্দ্রীয় সরকারটা যেন বাঙালীর নয়। যার দিকে তাকিয়ে কিছুটা আশা জেগে ছিল সেই আদালতের দীর্ঘসূত্রীতায় চাপা পড়ে গেছে সব চাওয়া পাওয়া। কোর্টের তত্ত্বাবধানে চলা সব তদন্ত থমকে রয়েছে কবে বাঙালি জাতিটা পুরোপুরি তলিয়ে যায় সেই অপেক্ষায়। আসলে রাজনীতির হাতে মার খেতে খেতে বাঙালি কখন যে খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতেও পারেনি। ব্রিটিশ দেশ ভাগ করে যে ছোবল মেরেছিল বাঙালির বুকে তাও সামলে নিয়েছে সময়ের ব্যবধানে। ভেবেছিল জাতীয় কংগ্রেস বাঙালিকে দাঁড় করিয়ে দেবে শক্ত ভিতের উপর। পেয়েছিলো বাঙালির অকুণ্ঠ সমর্থন। দলীয় খেয়োখেয়ী আর অত্যাচারে সে মোহ কাটতে লেগেছিলো ৩০টা বছর। পরিত্রাণের আশায় বাঙালি জাপটে ধরেছিল সাম্যবাদী কমিউনিস্টদের যারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার। ৩৪ বছর কেটে গেলেও কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষের সে অধিকার আর প্রতিষ্ঠা পায় নি। উল্টে পাল্টে গিয়েছে বামেদের চরিত্র। সংসদীয় রাজনীতির বুর্জোয়া দাগ ছোপ তাদের শরীরে ফুটে উঠেছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকে বাঁচতে এরপর বাঙালি যে সাদামাঠা খড়কুটো আঁকড়ে ধরে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল সেই এখন ডান্ডা হয়ে ঠান্ডা করে দিতে চায় বাঙালির উদ্যম। অর্থের বিনিময়ে কিনে নিতে চায় বাঙালির মন। প্রতিবাদ নয়, অনুদান চাও। চিৎকার নয়, সাহায্য আশা কর। বস্তা পচা প্রাচীন সংস্কৃতি, মেধা, কৃষ্টি, গর্জে ওঠার সাহস নয়, ঘর সাজাও সরকারি উপঢৌকনে।

এসব দেখে প্রশ্ন জাগে, বাঙালির এতদিনের সাজানো ঘর, বাগান কি তবে আর বাঁচবে না? বিকৃত বাংলা ভাষা, মদ, গাঁজা, গুটখা, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনই তবে বাঙালির নতুন উপকরণ হবে? সমাজবিদদের মতে, সত্যি বাঙালি এখন অনেক কেরিয়ারিস্ট, অনেক স্ট্রাটেজিক। আজ আর বাঙালি অপরের কথা না ভেবে নিজে ভালো থাকতে শিখেছে। ধর্ম আর ভক্তি নয়, উৎসব উদ্দাম হইচই। ফলে রাজনীতির স্রোত তার পুরানো ঘর ভাঙছে দেখেও চুপ করে আছে নতুন উপকরন নিয়ে যা তাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এক নির্বিষ জাতিতে পরিণত করতে।

পথশ্রী দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল সাগর-মগরাহাট

সৌরভ নস্কর ও অরিজিৎ মণ্ডল

পথশ্রী প্রকল্পের টেন্ডার অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় এলাকার মানুষ ও বিরোধীরা দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন ঠিকাদার সহ শাসকদলের দিকে। এলাকাবাসীর অভিযোগ ৪১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৪২ টাকা পথশ্রী প্রকল্পে ১.১ কিলোমিটার কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হওয়ার কথা ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের রামকরচক গ্রাম পঞ্চায়েতে। রাস্তাটা হবে হরিণবাড়ি বালিকা বিদ্যালয় থেকে তড়িৎ মাইতির মোড় পর্যন্ত। রাস্তাটি এখনও প্রায় ৫০০ মিটার অসম্পূর্ণ। অথচ বোর্ড মারা হয়েছে ১৬/০৬/২০২৩ তারিখে রাস্তা ঠিক সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এখানেই এলাকার মানুষ সহ বিরোধীদের অভিযোগ দুর্নীতি করেছে ঠিকাদার, আর ঠিকাদারের কাছ থেকে কাটমানি খেয়ে চুপচাপ পঞ্চায়েত স্তরের সর্বত্র নিরব হয়ে রয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ অসম্পূর্ণ রাস্তা নিয়ে এলাকাবাসী যখন প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে, তখন কেন শাসকদল চুপচাপ? আসলে ঠিকাদারের হাতে তামাক খেয়ে বসে আছে শাসকদলের লোকজন। এ নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ এলাকার মহিলাদের। তাই অবিলম্বে প্রকল্প অনুযায়ী রাস্তাটা যাতে সম্পূর্ণ হয় তার দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। যদিও তৃণমূলের জেলা পরিষদের নেতা জানিয়েছেন পথশ্রী প্রকল্পে যে পরিমাণ টাকা এসেছিল সেই পরিমাণ কাজ হয়েছে, আবার টাকা এলে বাকি অংশে কাজ হবে। তবে এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্য তথা জিবিডিএর ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র জানিয়েছে সাগর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে পথশ্রী প্রকল্পে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল তাতে ১.১ কাজ করা গেছিল তাই ততটা হয়েছে বাকিটা দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে। তবে এই বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি নেতা অরুনাভ দাস। তিনি বলেন মমতা ব্যানার্জির সাধের পথশ্রী প্রকল্প এখন হতশ্রীতে পরিণত হয়েছে। বাকি টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছে ২০২৩ সালে যিনি পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারেনা তৃণমূল কংগ্রেস চুরি ছাড়া বাঁচতে পারেনা। তবে আদৌ কি গ্রামবাসীদের সমস্যার সমাধান হবে এখন সেটাই দেখার বিষয়।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার উত্তর কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কুতুবউদ্দিন লস্করের বিরুদ্ধে রাস্তা সহ একাধিক স্কিমের টাকার আত্মসাৎ করার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। আর এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তি ও পঞ্চায়েত সদস্য আর টি আই করার পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ব্লক প্রশাসনকে অভিযোগ করেন। এমনকি আইনের ও দ্বারস্ত হন। যেখানে তার দাবি ছিল একাধিক রাস্তা সহ পুকুরের পাইলিং ও বিভিন্ন প্রকল্পের সরকারি টাকা কাজ না করে, খাতা কলমের কাজ দেখিয়ে সমস্ত টাকা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে বাস্তবে সেই কাজ আদায় হয়নি। এরপর পাঁচের পাতায়

তোলাবাজির অভিযোগে ওসির বিরুদ্ধে তদন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: দিদিকে বলো'তে ফোন করে কীর্ণাহার থানার ওসির নামে তোলাবাজির অভিযোগ তড়িঘড়ি বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে শুরু হয় তদন্ত। বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা চায় ওই ওসি। সেই টাকা দিতে না-পারায় ২৪ ঘণ্টা তাঁকে লক-আপে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। 'দিদিকে বলো' ট্রোল ফ্রি নম্বরে অভিযোগ করে ওই ব্যক্তির স্ত্রী সুমিত্রা ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছে কীর্ণাহার থানার ওসি শেখ আশরাফুল। ওসি বলেন, ''সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল বলে ডেকেছিলাম। পুলিশ তুলে নিয়ে এসেছে বলে ওঁর গায়ে লেগেছে তাই এমন মিথ্যা অভিযোগ করেছে। যেহেতু অভিযোগ করেছে তাই তদন্ত হচ্ছে।' কীর্ণাহার থানার মিরাটী গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রতিবেশীর সঙ্গে বাড়ি তৈরির জন্য বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বোলপুর মহকুমা আদালত মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত নির্মাণে স্থগিতাদেশ দেয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে মীমাংসা করে বাড়ি তৈরি কাজ শুরু করে রবীন্দ্রনাথ। এরপরেই কীর্ণাহার থানার ওসি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে এক লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে, এমনকি তাঁকে মারধরও করা হয়। এরপর পাঁচের পাতায়

দাবি পূরণ না হলে ভেসেল বন্ধ

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : দুই দফা দাবিকে সামনে রেখে ১১ নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেসেল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগমের জলপথের শ্রমিকেরা। তাদের দাবি সরকারের সঘোষিত বেতন পরিকাঠামো চালু ও ঠিকাদারি প্রথা বাতিল ও সকল কর্মীকে সংস্থার নিজস্ব চুক্তিতে নিয়োগ। এই বিষয় নিয়েই গঙ্গাসাগর সহ বিভিন্ন জায়গায় যেখানে জলপথের মাধ্যমে যাতায়াত করতে হয় সেই সমস্ত জায়গায় নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। মূলত কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যেতে গেলে লট নম্বর ৮ হয়ে কচুবেড়িয়া ঘাটে পৌঁছাতে হয়। অন্যদিকে, আরও বেশ কিছু জায়গায় এইভাবেই যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হল ভেসেল। সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয় তাদের এই দাবি একাধিকবার প্রশাসন থেকে শুরু করে সরকারকে জানানোর পরেও শুধুমাত্র আশ্বাস মিলেছে কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই অগত্যা সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেসেল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিত্যযাত্রীরা বলেন, সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ততার দিনে এইভাবে ভেসেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে অনেকটাই অসুবিধা সম্মুখীন হবে।

তরুণের স্বপ্ন পোর্টাল হ্যাক

অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে, জমা ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি ,তমলুক: ৫ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চারজন প্রধান শিক্ষক এর নামে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের টাকা হ্যাক হওয়ার ঘটনায় জেলাশাসকের নির্দেশে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর করায় জেলা নেতৃত্বের ডাকে আজ ডি এম ও ডি আই এর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এএসএফএইচএমের সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি জানান, ইতিপূর্বে আমরা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ, এসপি, আই.সি. শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এফআইআর হওয়া হেডমাস্টারদের যাতে গ্রেপ্তার না করা হয় সে বিষয়ে নিশ্চিতকরণ করতে সমর্থ হই। এছাড়া পুরো ঘটনা জেলা সভাধিপতি কে অবগত করানো হয়। জেলা সভাধিপতি বিষয়টি যাতে সমাধান হয় তা দেখবেন বলেছেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সভাপতি ড: হরিদাস ঘটক, জেলা সম্পাদক মৃন্ময় মাজী, জি বি সদস্য সুবীর মাইতি, সি সি সদস্য গৌর হরি পাল, তমলুক মহকুমা সম্পাদক নির্মলেন্দু ঘড়া, হলদিয়া মহকুমা সভাপতি সুমনা পাহাড়ি, সম্পাদক পরেশ দাস, জেলা কোষাধ্যক্ষ অমিতাভ নন্দ,এক্সিকিউটিভ বডি মেম্বার সত্তাকুর রহমান প্রমুখ রাজ্য, জেলা, মহকুমা, ব্লক নেতৃত্ব। হেডমাস্টারদের দাবি, সমাধানের রাস্তায় না গিয়ে পাল্টা ডি আই ও এস আই এর বিরুদ্ধে এফআইআর করার কথা জেলাশাসক বলায় যাঁরা অপরাধী নন তাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তৈরি হবে, মাঝখান থেকে হ্যাকাররা আরও উৎসাহিত হবে।

উল্লেখ্য, একটি সরকারি পোর্টাল হ্যাক হয়ে গেল সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে না গিয়ে এফআইআর করাটা জেলার শিক্ষা মহলে সাড়া ফেলেছে। ডি আই এর নিকট ডেপুটেশনে বিস্তর তর্ক বিতর্ক হলেও তিনি এফআইআর প্রত্যাহার করতে রাজি হননি। এমতাবস্থায় রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন পাশাপাশি আইনি সহায়তা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে অবশেষে ট্যাব কাণ্ডে হস্তক্ষেপ করল নবান্ন। মুখ্যসচিব ট্যাবের টাকা বিলির বিভ্রাট নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছেন শিক্ষা সচিবের থেকে। আগামী সোমবারের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়ে বলা হয়েছে।

ব্রিজ ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: হাতানিয়া দোয়ানিয়া ব্রিজ তৈরিতে বকেয়া অর্থ দেওয়া শুরু হওয়ায় খুশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। ২০১৪ সালে নামখানায় হাতানিয়া দোয়ানিয়া ব্রীজ হবার ১০ বছর পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বকেয়া অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানায় দশ বছর আগে তৈরি হয় হাতানিয়া দোয়ানিয়া ব্রিজ। ব্রিজ তৈরি হওয়ার সময় হাজারেরও বেশি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিছু মানুষ আংশিক কিছু ক্ষতিপূরণ পেলেও অনেকে ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হয়। শেষ পর্যন্ত নামখানা ব্যবসায়ী সমিতির তত্ত্বাবধানে আদালতের দ্বারস্থ হন মনজিত মাইতি নামে জনৈক এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। এরপর পাঁচের পাতায়

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায়

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের থেকে ধান কিনছে রাজ্য সরকার

- ২ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ২০২৪-২৫ খরিফ বিপণন মরশুমের ধান কেনা হচ্ছে।
- স্থায়ী ধানক্রয় কেন্দ্রের (CPC) পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি, কৃষি বিপণন সমিতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংঘ/মহাসংঘ, কৃষি উৎপাদক সমিতি/কোম্পানি ইত্যাদি সংস্থাগুলিও ধান কিনছে।
- নাম নথিভুক্তীকরণের জন্য বা কোনও তথ্য পরিবর্তনের জন্য আর ধান বিক্রির দিন ঠিক করার জন্য খাদ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটের (https://epaddy.wb.gov.in) মাধ্যমে নিজেই নিজের আবেদন করতে পারবেন।
- নিজে না পারলে, নিকটবর্তী যে-কোনও ধানক্রয় কেন্দ্র, খাদ্য সরবরাহ দপ্তর-এর পরিদর্শকের অফিসে, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK)-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
- ধান বিক্রি করুন সঠিক গুণমান মেনে। মনে রাখবেন, ভালো মানের ধান মানে ভালো মানের চাল যা পরে রেশন দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয় বা মিড ডে মিল-এ অথবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাওয়ানো হয়।

ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) কুইন্টাল প্রতি ২৩০০ টাকা। স্থায়ী ধানক্রয় কেন্দ্রে (CPC) বা মোবাইল CPC-গুলিতে ধান বিক্রি করলে কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা উৎসাহ মূল্য। অর্থাৎ কুইন্টাল প্রতি ধানের মূল্য ২৩২০ টাকা।

নিবন্ধীকরণ করার সময় অবশ্যই সঙ্গে রাখুন -
১) ভোটার কার্ড ২) আধার কার্ড ৩) IFSC-যুক্ত ব্যাঙ্কের পাসবই
৪) মোবাইল (আধার সংযুক্ত হলে ভালো) ৫) কৃষিজমি সংক্রান্ত নথি বা স্ব-ঘোষণাপত্র

ধানক্রয় কেন্দ্রগুলি সরকারি ছুটির দিন বাদে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

বিশদে জানার জন্য ১৯৬৭ বা ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ নম্বরে ফোন করুন (শুল্কমুক্ত) বা ৯৯০৩০৫৫৫০৫ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করুন বা ওয়েবসাইট দেখুন :
https://epaddy.wb.gov.in / https://food.wb.gov.in/www.facebook.com/WBDFS / @wbdfs

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

তারাপীঠ সৃষ্টির আদি শক্তি উদয়পুরের দক্ষিণা চামুণ্ডাকালীর গুপ্ত তন্ত্র ক্ষেত্র

কুনাল মালিক, বীরভূম

বীরভূম জেলায় প্রচুর সতীপীঠ এবং শক্তিপীঠ আছে। তারাপীঠ তার মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ বা সিদ্ধ পীঠ। তারাপীঠ মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে বশিষ্ঠমুনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং তারা মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। বশিষ্ঠমুনির ইচ্ছা অনুসারে মা শ্মশানে তার পাদপদ্মের চিহ্ন রেখে গেছে। বামাক্ষ্যাপা এই তারাপীঠেই তারা মায়ের সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তারাপীঠ এখন একটি জমজমাট তীর্থক্ষেত্র। অমাবস্যা ও অন্যান্য বিশেষ তিথি ছাড়াও প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ এই তীর্থস্থানে আসছেন। কিন্তু অনেকেরই অজানা এই তারাপীঠ তীর্থ সৃষ্টির আদি মূলে আছে তারাপীঠ থেকে কিছুটা দূরেই উদয়পুর গ্রামে অবস্থিত দক্ষিণা চামুণ্ডা কালীর মন্দির। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন ওই

গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলাম। দক্ষিণা চামুণ্ডা কালীর মন্দির কে ঘিরে রীতিমতো মেলা বসে গিয়েছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত স্বপন ব্যানার্জি জানালেন, তারাপীঠ তীর্থ সৃষ্টির অনেক আগেই বশিষ্ঠ মুনি এই মন্দিরে তন্ত্রসাধনা করতেন। তারপর তিনি তিব্বতে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার এই উদয়পুর গ্রামে ফিরে আসেন। দক্ষিণা চামুণ্ডা কালীর আদেশেই তিনি চন্ডিপুর অর্থাৎ বর্তমানে যেটা তারাপীঠ বলে পরিচিত, সেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে সিদ্ধিলাভ করেন। উদয়পুরের মন্দিরে মায়ের কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। একটি প্রাচীন শিলাখণ্ডের উপরে ধাতু দিয়ে চোখ কান নাক নির্মিত করা হয়েছে। কিভাবে এবং কবে এই শিলাখণ্ড এখানে এলো তা কারো জানা নেই। মন্দিরের সামনে যুপকাষ্ঠ আছে। এবং তার সামনেই আছে একটি দিঘি। অমাবস্যার গভীর রাত থেকে এখানে ছাগ বলি শুরু হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যার পরের দিন সকাল ১০ টার সময় গিয়ে চোখে পড়ল ছাগ বলি তখনো চলছে। মূল মন্দিরে শিলাখণ্ডের উপরে একটি বৃহৎ কালী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সারারাত তারাপীঠের মন্দিরে পান্ডারা পূজো দিয়ে ভোরবেলা সবাই ভিড় জমান এই মন্দিরে পুজো দেবার জন্য। এক পান্ডা জানালেন যে, তারা তারাপীঠের পান্ডা হলেও আসলে দক্ষিণা চামুণ্ডা কালী হলেন তাদের আদি ইষ্ট দেবী। যেহেতু সারা বছর তারাপীঠের মন্দিরে তারা ব্যস্ত থাকেন তাই একটি দিন এই চামুণ্ডা মন্দিরে এসে মাকে পুজো দিয়ে নৈবেদ্য দিয়ে যান। এরপর পাঁচের পাতায়

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

বিমা সংস্থায় ৫০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৫০০ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেই রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলা ও লেখায় দখল থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১০-২০২৪-র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২১০-১৯৯৪ থেকে ১-১০-২০০৩-এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৭,৬৪০-২১,০৫০ টাকা। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ১৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫০০টি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৫৮ (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ১৫তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ১৩, ই.ডব্লু. এস. ৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪টি, প্রাঃসঃকঃ ৪টি। ত্রিপুরা ২টি (জেনাঃ)। অসম ২২টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ৭, ই.ডব্লু.এস. ২)। বিহার-১০টি, আন্ধ্রা প্রদেশ ২১টি, অরুণাচল প্রদেশ ১টি, ছত্তিশগড় ১৫টি, গোয়া -৩টি, গুজরাট ৩০টি, হরিয়ানা-৫টি, হিমাচল প্রদেশ ৩টি, ঝাড়খন্ড ১৪টি, কর্ণাটক ৪০টি, কেরল ৩৫টি, মধ্য প্রদেশ ১৬টি, মহারাষ্ট্র ৫২টি, মণিপুর ১টি, মেঘালয় ২টি, মিজোরাম ১টি, নাগাল্যান্ড ১টি, ওড়িশা ১০টি, পঞ্জাব ১০টি, রাজস্থান ৩৫টি, সিকিম ১টি, তামিলনাড়ু ৩৫টি, তেলেঙ্গানা ১২টি, উত্তর প্রদেশ ১৬টি, উত্তরাখন্ড ১২টি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১টি, চন্ডীগড় (ইউ.টি.) ৩টি, দিল্লি-২৮টি, জম্মু ও কাশ্মীর ২টি, লাদাখ ১টি, পুদুচেরী ২টি। তপশিলী আর ও.বি.সি.রা প্রি-এক্সামিনেশন ট্রেনিং নিতে চাইলে ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানির রিজিওন্যাল অফিসে যোগাযোগ করবেন। তখন রিজিওন্যাল অফিস নথিভুক্ত প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে দেবেন। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৩০ নভেম্বর। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা/ গ্রেটার কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি। অসম: ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, জোরহাট, শিলচর। ত্রিপুরা আগরতলা। ঝাড়খন্ড: জামশেদপুর, রাঁচী। ওড়িশা: বেরহামপুর, ভুবনেশ্বর, কটক, রৌরকেলা। বিহার ভাগলপুর, গয়া, পটনা। তারপর অনলাইন মেন পরীক্ষা। ৪. প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের। অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে ২ এইসব বিষয়ে (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-৩০ নম্বর, (২) রিজনিং এবিলিটি -৩৫ নম্বর, (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-৩৫ নম্বর। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। সফল হলে মোট শূন্যপদের ১৫ গুণ ও প্রার্থীকে দ্বিতীয় পার্টের পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই পরীক্ষা হবে ২৮ ডিসেম্বর। এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২০০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে। (১) টেস্ট অফ রিজনিং-৪০ নম্বর, (২) টেস্ট অফ নিউমেরিক্যাল এবিলিটি-৪০ নম্বর, (৩) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস-৪০ নম্বর, (৪) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৪০ নম্বর, (৫) টেস্ট অফ কম্পিউটার নলেজ-৪০ নম্বর। সময় থাকবে ২ ঘণ্টা। এরপর ল্যাঙ্গোয়েজ – টেস্ট হবে। অবজেক্টিভ টাইপের পেপারে নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ দিতে যাতায়াতের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া পাবেন। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। এই www.nationalinsurance.nic.co. in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। ফটো স্ক্যান করবেন ২০-৫০ কে.বি.র মধ্যে আর সিগনেচার স্ক্যান করবেন ১০-২০ কে.বি.র মধ্যে। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও নিচের প্যারাগ্রাফটি হাতে লিখে স্ক্যান করে নেবেন। (name of of the candidate), hereby declare that all information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রথমে Recruitment লিঙ্কে ক্লিক করলে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাবেন। তখন যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এরপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাঃসঃকঃ হলে ১০০) টাকা জমা দেবেন ডেবিট কার্ড (রুপে, মাস্টার / ভিসা), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ক্যাশ কার্ড, আই.এম.পি.এস. বা, মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে। টাকা জমা দেওয়ার পর আপনা থেকে ই-রিসিপ্ট পেয়ে যাবেন যা প্রিন্ট করে রেখে দেবেন। টাকা জমা দিতে পারবেন ১১ নভেম্বরের মধ্যে। এরপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। লিখিত পরীক্ষার সময় প্রিন্ট আউট ও ই-রিসিপ্টের মূল নিয়ে যেতে হবে।

গার্ডেনরীচে ২৩০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স-আই.টি.আই.), ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার), টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ২৩০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য: ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স-আই.টি.আই.): আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই), ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেশিনিস্ট, পাইপ ফিটার, কার্পেন্টার, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, পেইন্টার, মেকানিক (ডিজেল), ফিটার (স্ট্রাকচারাল), সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইংলিশ), মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্ট, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং মেকানিক ট্রেডে এন.সি.ভি.টি.র দেওয়া ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা, অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্ট পাশ করে থাকলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। তবে ফিটার ট্রেডের প্রার্থীরা ফিটার (স্ট্রাকচারাল), পেইন্টার (জেনারেল) ট্রেডের প্রার্থীরা পেইন্টার ট্রেডে, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের প্রার্থীরা প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের জন্যও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ১২ মাসের ট্রেনিং। শূন্যপদ: ১০টি। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার): মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন।

নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে: ফিটার, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), ইলেক্ট্রিশিয়ান, পাইপ ফিটার, মেশিনিস্ট। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৪০টি। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস: মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা মেকানিক্যাল শাখার জন্য, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার জন্য, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজির প্রার্থীরা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা সিভিল শাখার জন্যও যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ২০২২, ২০২৩, ২০২৪ সালে যাঁরা পাশ করেছেন, তাঁরাই যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৪০টি। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস: মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স = পাশরা সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য যোগ্য। মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন = ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা সিভিল শাখার জন্যও যোগ্য। ১২ মাসের ট্রেনিং। ২০২২, ২০২৩, ২০২৪ সালে যাঁরা পাশ করেছেন, তাঁরাই যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৬০টি। ওপরের সব ক্ষেত্রেই বয়স গুণতে হবে ১-৯-২০২৪-এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিং হবে কলকাতা ও রাঁচীতে। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার) দের বেলায় প্রথম বছর মাসে ৬,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ৬,৬০০ টাকা। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স-আই.টি.আই.) ট্রেডের বেলায় মাসে ৭,০০০-৭,৫০০ টাকা। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেডের বেলায় কলকাতা কেন্দ্রে কাজ করলে মাসে ১৫,০০০ টাকা ও রাঁচী কেন্দ্রে কাজ করলে মাসে ১২,৫০০ টাকা। টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস পদের বেলায় কলকাতায় কাজের বেলায় মাসে ১০,০০০ টাকা আর রাঁচীর বেলায় ৯,০০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: APP:01/24. শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস পদের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.apprenticeshipindia.gov.in আর গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ও টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: <https://nats.education.gov.in> এই ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রথমে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। নাম নথিভুক্ত করার পর এস্ট্যাবলিশ আই.ডি. কিংবা রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। এরপর গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সের নিচের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবার অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে, ১৭ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.grse.in, https://jobapply.in/grse2024app এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কোল ইন্ডিয়ায় ৬৪০ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে ৬৪০ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব শাখায়: মাইনিং, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিস্টেম, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন (ই অ্যান্ড টি)। কারা কোন শাখার জন্য যোগ্য: মাইনিং: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. / বি. টেক. / বি.এসসি.-ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ২৬৩টি (জেনাঃ ১০৬, ই.ডব্লু.এস. ২৬, তঃজাঃ ৩৯, তঃউঃজাঃ ২১, ও.বি.সি. ৭১)। পোস্ট কোড: 11. সিভিল : মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. / বি. টেক. / বি.এসসি.-ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৯১টি (জেনাঃ ৩০, ই.ডব্লু.এস. ৭, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ১০, ও.বি. সি. ২৯)। পোস্ট কোড: 12. ইলেক্ট্রিক্যাল: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. / বি. টেক. / বি.এসসি.-ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১০ ২টি (জেনাঃ ২৪, ই.ডব্লু.এস. ৫, তঃজাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ১৭, ও.বি.সি. ৩০)। পোস্ট কোড: 13. মেকানিক্যাল: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. / বি. টেক. / বি.এসসি.-ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১০৪টি (জেনাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ৩৪, তঃউঃজাঃ ১৮, ও.বি.সি. ৪৪)। পোস্ট কোড: 14. সিস্টেম: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে কম্পিউটার সায়েন্স / কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি (বি.ই / বি.টেক. / বি.এসসি. -ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে এম.সি.এ. কোর্স পাশরাও আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ: ৪১টি (জেনাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১৫)। সিরিয়াল নং: 15. ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. / বি. টেক.) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৩৯টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস., তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১৫)। পোস্ট কোড: 16. ওপরের সব ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা হারে তপশিলী ও প্রতিবন্ধীরা ৫% নম্বরে ছাড় পাবেন। এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় ইন্টারভিউয়ের সময় পাশ মার্কশীট দেখাতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০-৯-২০২৪র হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৫০,০০০-১,৬০,০০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 04/2024, Date: 24-Oct-2024.. প্রার্থী বাছাই হবে ২০ ২৪ সালের গেট পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে। এরপর ইন্টারভিউ হবে। তারপর মেধা তালিকা বেরোবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.coalindia.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৮০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। তপশিলী, প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ নভেম্বর – ১৫ নভেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : বিদেশ থেকে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের থেকে উপহার বা আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফল। শ্বাসকষ্ট বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হতে পারেন। মামলা সংক্রান্ত নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজনের স্বাস্থ্যের অবনতি। ব্যবসা বিনিয়োগে সাফল্যে বাধা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগিতা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ ১৯ বার 'ওঁ ভূমি পুত্রায় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি: পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের উন্নতি। শৌখিন দ্রব্য বিক্রয়ে সাফল্য। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। প্রশাসনিক স্তরে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার কেতুর পুঁজো করুন।

মিথুন রাশি: স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার দরুন আর্থিক সম্ভাবনা। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হতে পারেন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে কৃতিত্ব। ধন নেওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থে ভ্রমণের সম্ভাবনা। আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ প্রাচীন গ্রন্থ নারায়ণ নাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি: জনপথে ভ্রমণ আপাততঃ স্থগিত রাখাই শ্রেয়। গবেষণায় সাফল্যে বাধা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। পাড়া- প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের উপাজর্নের সুযোগ মিলতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি, কর্মক্ষেত্রে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের জেদী মনোভাবের দরুণ মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসা বিনিয়োগে ঝুঁকি।

প্রতিকার : শনিবার শনি গ্রহের পুজো করুন।

সিংহ রাশি: সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। চুরি থেকে সাবধান। সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে আলোচনা। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মে সাফল্য। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক আয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৯ বার 'ওঁ ভাস্করায় নম' জপ করুন।

কন্যা রাশি: স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। আয়-ব্যয়ের সমতা রাখা মুশকিল। ভাই-বোনের কর্মোন্নতিতে মানসিক শান্তি। পারিবারিক ব্যবসায় সাফল্য। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় কোনো প্রতারকের থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী কর্তৃক মান সম্মানহানির সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর সহদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান।

প্রতিকার : প্রত্যহ 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

তুলা রাশি: অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ভাই-বোনের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। জমি ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। কর্মোন্নিতিতে বাধা। ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : মঙ্গলবার কেতুর পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি: ভোগ বিলাসিতার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য বৃদ্ধি। শত্রুদের শত্রুতা সত্ত্বেও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিল। বিষয় আশয় নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি। ফাটকায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। আয় বৃদ্ধি পেলেও আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। কর্মোন্নিতির সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধি প্রশাসনিক স্তরে।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের দই-ভাত দিন।

ধনু রাশি: সন্তানের গড়া শোনার প্রতি অর্পীহা বৃদ্ধি। বিষয় আশয় নিয়ে সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২২ বার 'ওঁ দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

মকর রাশি: কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। বিনোদন জগৎ তথা গীত-নৃত্য-অভিনয় প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। বন্ধুর প্ররোচনা থেকে সাবধান। ভ্রমণ করার সুযোগ মিলতে পারে।

প্রতিকার : প্রত্যহ ১১বার 'ওঁ হনুমতে নমঃ' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি: সহকর্মীদের প্রতি অশোভন আচরণ না করাই শ্রেয়। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের উন্নতি। পুলিশ বা আর্মি পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য।

প্রতিকার : শনিবার দিন ভিখারিদের কাঁচকলা দিন।

মীন রাশি: অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করাই শ্রেয়। আর্থিক অপব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল মর্কে শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ ও উপার্জনা হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে।

প্রতিকার : মঙ্গলবার মা দুর্গার পুজো করুন।

শরীর নিয়ে নানা কথা

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর সঠিক চিকিৎসা জরুরি

ডাঃ মানস কুমার সিনহা : বর্তমান দুনিয়ায় মানুষ ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতায় সদা ব্যস্ত। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার দৌড়ে মানসিক চাপ অত্যাধিক। আমরা সাধারণত সকলেই নিজেদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হলেও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি মোটেই যত্নবান নই। কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রকৃত সুস্থতা বলতে কিন্তু যৌথভাবে শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতাকেই বোঝায়।

যখন কোনও ব্যক্তির আচরণের বড় ধরনের ও লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়, বিশেষ করে তার আবেগ প্রকাশে পরিবর্তন আসে এবং তার ফলে দৈনন্দিন কাজ প্রভাবিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তি হয়তো মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই মানসিক রোগ গুলির মধ্যে স্কিটসোফ্রিনিয়া বা সহজভাবে উচ্চারণে সিজোফ্রেনিয়া রোগটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় এ রোগটি ভগ্নমনস্কতা রোগ হিসেবেও পরিচিত। সারা বিশ্বে প্রায় ০.৩২% মানুষ এই রোগে আক্রান্ত অর্থাৎ প্রত্যেক ৩০০ জনের একজন এই রোগে আক্রান্ত হন। সারা বিশ্বে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২৪ মিলিয়ন। সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালের শেষ দিক থেকে ২০ বছর বয়সের গোড়ার দিকে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাই বেশি।

সিজোফ্রেনিয়া হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে জেনেটিক। সাধারণত আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্যকলাপ কিছু নিউরোট্রান্সমিটার বা কেমিক্যাল এর মাধ্যমে ঘটে থাকে। এই নিউরোট্রান্সমিটারের অস্বাভাবিকতা, ঘাটতি বা তারতম্য হলে সিজোফ্রেনিয়া রোগটি প্রকাশিত হয়।

সিজোফ্রেনিয়া রোগটি প্রধান লক্ষণ গুলি হল :

১.চিন্তার অস্বাভাবিকতা তৈরি হওয়া।

২.রোগীর সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়া।

৩.রোগীর হ্যালুসিনেশন হওয়া অর্থাৎ তিনি এমন কিছু শুনতে পান, নাকে গন্ধ পান, চোখে দেখতে পান, এমনকী স্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করতে পারেন যেটির কোনও সত্যতা নেই।

৪.ডিলিউশন বা ভ্রান্তবিশ্বাসের সৃষ্টি হওয়া। রোগীর মনে হতে থাকে যে কেউ তার ক্ষতি করতে পারেন, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে ইত্যাদি।

৫.আগ্রাসী আচরণ করা।

৬.একা একা কথা বলা, নিজের প্রতি অযত্ন ইত্যাদি।

সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্তের অন্যতম ঝুঁকি হচ্ছে আত্মহত্যা করার প্রবণতা। এমনকী অন্যকে হত্যা করার ঝুঁকিও থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কাজে তা সে পড়াশুনাই হোক, অফিসের কাজই হোক বা ব্যক্তিগত কাজ হোক, সব কাজে তার মনোযোগ এবং সক্ষমতা কমে যায়।

সাধারণত এই রোগীরা নিজের অসুস্থতার কথা স্বীকার করেন না তাই বাড়ির লোকজনদের অতি তৎপরতার সঙ্গে রোগীকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

সাধারণত এই আক্রান্ত রোগীদের সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে আর তার সঙ্গে রোগীর এবং পরিবারের কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন হয়। সঠিক চিকিৎসার সাহায্যে মাত্র একতৃতীয়াংশ রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। তবে মনে রাখা দরকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিজোফ্রেনিয়া যেহেতু নিরাময়ের যোগ্য নয় তাই দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্ভবত সারাজীবন ওষুধের উপর ভরসা করেই রোগীকে চলতে হবে।

পিয়ারলেস হাসপাতালে চালু মেনোপজ ক্লিনিক

সোমনাথ পাল : মহিলাদের ক্ষেত্রে জীবনকালে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যখন তাদের শরীরে প্রজনন ক্ষমতা তৈরি হয়। ঋতুচক্রের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রজন্ন ক্ষমতা, অর্থ্যৎ গর্ভধারনের ক্ষমতা শুরু, যাকে আমরা বলি মেনার্কি। যতদিন এই গর্ভধারনের হরমোনগুলি শরীরে বজায় থাকে সেই সময়কে বলি রিপ্রোডাক্টিভ লাইফ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে একটা বয়সে গিয়ে ঋতুচক্রের শেষ হয় একে ডাক্তারি ভাষায় বলে মেনোপজ।

এই বিশেষ সময়ে যে যে পরিবর্তন গুলি মেয়েদের শরীরে দেখা যায় তার মধ্যে হল–

১। অনিয়মিত মাসিক যেমন – হয়তো দুই তিনমাস পরপর হচ্ছে অথবা ১০- ১২ দিন ছাড়া হচ্ছে অথবা হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল।

২। হঠাৎ হঠাৎ গরম লাগা, ঘামে শরীর ভিজে যাওয়া।

৩। অকারণে বুক ধড়ফড়।

৪। অনিদ্রা।

৫। মানসিক সমস্যা, অতিরিক্ত রাগ বা বিরক্তি অন্য সময়ে যে পরিস্থিতি মেজাজ ঠান্ডা থাকে এখন সেরকম হলে রাগে ফেটে পড়বেন।

৬। স্বামী স্ত্রী যৌন জীবন বা সহবাসে সমস্যা যোনিপথের শুষ্কতা সহবাসে ব্যথা/ যন্ত্রণা।

এই বিষয়ে পিয়ারলেস হাসপাতালের গাইনো বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. তিস্তা ব্যানার্জী জানিয়েছেন –জীবনের এই সময়টা একটা নতুন অধ্যায়ের শুরু। তাই আমরা চিকিৎসকরা এই সময়ে কিছু স্ক্রিনিং টেস্ট করায়। কারণ এই সময় বেশ কিছু রোগের সম্ভবনা দেখা দিতে পারে মেয়েদের শরীরে যেমন – স্তনের ক্যানসার বা সার্ভিকাল ক্যান্সার যা গোড়াতে নির্ণয় করতে পারলে শরীর থেকে নির্মূল করা সম্ভব হবে, অথবা শরীরে হয়ত নতুন করে তৈরি হচ্ছে ডায়াবিটিস, কোলেস্টরল বা উচ্চ রক্তচাপের মতো অসুখ- সেটাও ধরা পড়তে পারে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আমরা পিয়ারলেস হাসপাতালে একটি বিশেষ মেনোপজ ক্লিনিক চালু রেখেছি। যেখানে মহিলারা এই সময় ওষুধ বা পরীক্ষার সঙ্গে তাদেরকে মেনোপজ বা ঋতুচক্র বিষয়ে সচেতন করা হয় এবং এই বিষয়ে যে কোনও প্রশ্নের উত্তর তাদের দেওয়া হয় যাতে তাদের মধ্যে এক স্বচ্ছ ধারণা থাকে এই বিশেষ সময় নিজেদের কীভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়ে। তাই মেনোপজ মানে মেয়েদের জীবনের শেষ নয়, কোন কিছু হারানো নয়, বরং জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু। নিজেকে ভালোবাসা, অন্যভাবে বাঁচা, নতুন করে বাঁচার শুরু।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শব্দবার্তা ৩১৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পইতে ৪। বলবান, শক্তিশালী ৫– মুকুন্দ দাস ৬। বেলাভূমি ৭। কাদায় ভরে থাকা ৯। শরীরের কাঠামো ১১। দিবস, দিন ১২। আকাশ।

উপর–নীচ

১। আতপ চাল ২। পিতৃযজ্ঞ ৩। মনোগত ভাব ৪। বিবেচক ওষুধ ৬। উপদেষ্টা ৭। অন্যের গৃহ ৮। তরঙ্গ, ঢেউ ১০। পাশ্চাৎ।

সমাধান : ৩১৭

পাশাপাশি : ১। অভিযোগ ৪। কলি ৫। সাদা চামড়া ৭। ধমক ৯। আমানি ১০। বাসিকাপড়। ১১ শিব ১২। জেরবার।

উপরনীচ : ১। অলি ২। যোগদান ৩। আখড়া ৪। কদমবুসি ৬। মহামানব ৮। উপকার ১০। বাচাল ১১। শির।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

সাগরের ভাঙ্গন পরিদর্শনে মনিশ জৈন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বারেবারেই ভাঙ্গনের কবলে পড়ে গঙ্গাসাগর। যেখানে কষতলা শিবপুর চাপাতলা ধবলাট সহ একাধিক জায়গায় নদী বাঁধের বেহাল দশা যে কোন মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হতে পারে গোটা গ্রাম। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপৎকালীন নদী বাঁধ মেরামতের কাজ হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোনভাবেই যেন করা যাচ্ছে না। যে কারণেই প্রতিবারই প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা পূর্ণিমা–অমাবস্যার কোটাল আসলেই আতঙ্কের প্রহর গোনে গঙ্গাসাগরবাসী। কিছুদিন আগেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় 'দানা' হাত থেকে রক্ষা করেছিল নদীর মরা কোটাল তবে সামনেই রয়েছে পূর্ণিমার ভরা কোটাল সেখানে নতুন করে আবারো বাঁধ ভাঙ্গার আশঙ্কা রয়েছে। সোমবার দিন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মনিশ জৈন সহ সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ও সেচ দপ্তরের একাধিক আধিকারিকেরা নদীপথে পরিদর্শন করেন কষতলা সহ একাধিক ভাঙ্গন কবলিত এলাকা। তবে এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, তারা নদী বাঁধে নেমে কোনভাবেই ঘুরে দেখেনি এমনকি এলাকার বাসিন্দারা তাদের অভাব অভিযোগ জানানোর জন্য সেই এলাকায় উপস্থিত থাকলেও আধিকারিকেরা শুধুমাত্র লঞ্চ থেকে বসেই গোটা বিষয়ে পর্যালোচনা করে চলে গেছেন। যে কারণেই সাগরবাসীর একাংশ বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে। পাশাপাশি তারা আতঙ্কেও রয়েছে হয়তো সামনের পূর্ণিমার ভরা কোটালে আবারো ভাঙবে নদী বাঁধ চাষের জমি পানের বরজ সমস্ত কিছুই প্লাবিত হয়ে যাবে।

দুর্ঘটনা

কেউটের কামড়ে জখম মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিষধর কেউটে সাপের কামড়ে গুরুতর জখম হয়ে জীবনতলা থানার নাগোরদোলা এলাকার বাসিন্দা মরিয়ম মোল্লা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ মাঠে থেকে ঘাস কেটে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকা একটি কেউটে সাপ তার ডানপায়ে কামড় দেয়। যুদ্ধকালীন চিকিৎসায় তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ।

বৃদ্ধাকে আছাড় মারলো ষাঁড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ৭০ বছর বয়সের এক বৃদ্ধাকে শিঙে করে তুলে আছাড় মারলো এক ষাঁড়। গুরুতর জখম ওই বৃদ্ধা আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ক্যানিং ষ্টেশন চত্তর ও বাজার এলাকায় বেশ কয়েকটি ষাঁড় সারাদিন পায়চারী করে রাতে ক্যানিং ষ্টেশনে বিশ্রাম করে। ষাঁড়টিকে তাড়ানোর চেষ্টা করে এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধা হাসিরাণী সাহাকে শিঙে করে তুলে রাস্তায় আছাড় মারে। তার মাথায়, হাতে ও কোমরে আঘাত লাগে।

২ টি অটোর সংঘর্ষে জখম যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মঙ্গলবার বিকালে ক্যানিং–বারুইপুর রোডের বেলেগাছি এলাকায়দুটি অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন ক্যানিংয়ের গোপাপালপুর পঞ্চায়েত এলাকার হেড়োভাঙ্গার যুবক আনোয়ার মোল্লা। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হওয়া তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকালে বারুইপুরে যাওয়ার জন্য ক্যানিং থেকে অটোতে বসেছিলেন। ক্যানিং–বারুইপুর রোডের বেলেগাছি সংলগ্ন এলাকায় অপর একটি অটোর সাথে সংঘর্ষ হলে গুরুতর জখম হয় অটোযাত্রী ওই যুবক। স্থানীরা ওই যুবককে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

সাগরে বিরোধী শূন্য সমবায় নির্বাচন

বিল্ল রায়, সাগর: গঙ্গাসাগর সমবায় সমিতির ভোটে বিপুল জয় তৃণমূলের। এর ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের মন্দিরতলা সববায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি এবার হয়ে গেল বিরোধী শূন্য। সমবায়ের ১২ টি আসনের মধ্যে ১২ টিতেই জিতলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। জয়ের পর মন্দিরতলা বাজারে সবুজ আবিরে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বিজয় উৎসবে মাতলেন কর্মী – সমর্থকরা। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ – সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহিতোষ দাস, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামির শাহ ও প্রধান গোবিন্দ মন্ডল সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের (পঃবঃ) বৃত্তি পরীক্ষা

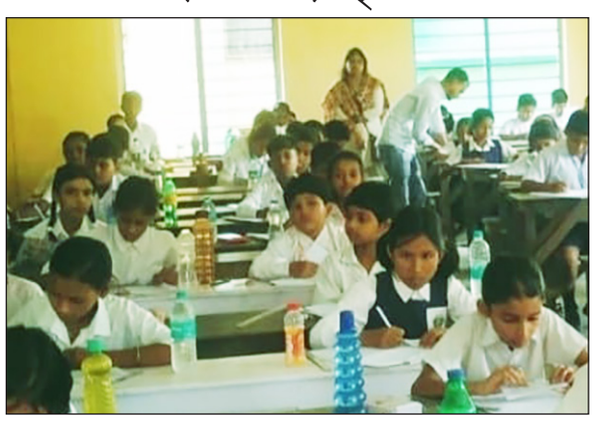

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ মজবুত করতে শিক্ষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের মতো এই বছরেও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ (পঃবঃ) এর তত্ত্বাবধানে সারা বাংলা ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা, এবছর রাজ্যে প্রায় ২৩০০ সেন্টারে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ২১ অক্টোবর থেকে পরীক্ষণ শুরু হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ২দিন স্থগিত থাকায় পরীক্ষাটি চলে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। বাওয়ালী শাখার উদ্যোগে এলাকার ২৫টি স্কুল থেকে ৩০১ জন ছাত্র–ছাত্রী ভেড়ী–ভেটকাখালী উচ্চবিদ্যালয় ও ভেড়ী ভেটকাখালী গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এছাড়াও বিদ্যানগর মাল্টিপারপাস স্কুলে ১৪টি স্কুলের মোট ২১৫ জন এবং আমতলার উদয়রামপুর পল্লীশ্রী শিক্ষায়তনে ২৫টি স্কুলের মোট– ২০৭ জন ছাত্র ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। বাওয়ালী শাখার সভাপতি অনিল কুমার মণ্ডল বলেন এলাকার শিক্ষানুরাগী, শিক্ষক, অভিভাবক, পরীক্ষার্থী সর্বোপরি স্বেচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে পরীক্ষাব্যবস্থা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে বৃত্তি পরীক্ষা। বাওয়ালী শাখা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বাসুদেব কাবড়ী বৃত্তি পরীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে বিগত দিনে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদী আন্দোলনের অংশ হিসাবে এবং ছাত্রছাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত মানে উত্তরণের জন্য এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। নোদাখালি থানা, চকমানিক গ্রাম পঞ্চায়েত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও অভিভাবকদের তিনি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও সুটিয়া পঞ্চায়েত গৃহহীন ১৫০ পরিবার আজও জলবন্দি

কল্যাণ রায়চৌধুরি: উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বোলদেঘাটা সন্নিহিত এলাকা ও বেড়ি গোলাপপুর বাঁওড় সেপ্টেম্বর মাসের বেশ কয়েকদিন অতি বৃষ্টির ফলে উপচে পড়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রায় ৬০ দিন অতিক্রান্ত হলেও এলাকাগুলি আজও জলমগ্ন। রোদ্দুরের প্রভাবে জল যেটুকু কমেছিল, সাম্প্রতিক দানা সাইক্লোনের ফলে আবার অতিবৃষ্টি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। শুধুমাত্র সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই প্রায় দেড়শোটি পরিবার গৃহহীন। এই পরিবারগুলি আশ্রয় নিয়েছে নিকটবর্তী সুটিয়া হাইস্কুল, পাঁচপোতা ভারাগাঙা হাইস্কুল, রিলিফ সেন্টার সহ বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলে। মূলত ক্ষেতমজুর, মৎসজীবি এবং রাজমিস্ত্রি জোগাড়ের কাজ করেন এই সমস্ত পরিবারের মানুষেরা। জলবন্দী মানুষগুলোর হাতে কাজ নেই, পেটে ভাত নেই। কৃষি জমি সব জলের তলায়।

কো–অপারেটিভ এবং গোষ্ঠী থেকে মাসিক ২ টাকা হারে সুদে টাকা নিয়ে যারা ভাগে চাষ করছিলেন, তাদের অবস্থা আরও গুরুতর। সরকার ক্ষতিপূরণ দিলে জমির মালিকরা ক্ষতিপূরণ

পাবেন, অথচ ভাগচাষীদের সেখানে কোনও অধিকার নেই। পাঁচপোতা হাইস্কুলে শিবিরে থাকা এক মৎসজীবি বলেন, 'জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় পচা জলে মাছ মরে ভেসে উঠছে।' কলকাতায় নির্মানি শ্রমিকের কাজ করেন নির্মল কীর্তনিয়া বলেন, বাসের ভাড়া ২ টাকা করে বৃদ্ধি হয়েছে। তবু অনিয়মিত বাস। বিকল্প পথ ধরতে গেলে যাতায়াতে প্রায় ৫০ টাকা খরচ। তারপর বাস বা যানবাহন মিস করলেতো ভোগান্তির শেষ নেই। পাঁচপোতা প্রাইমারি স্কুলে পরিস্তিতি খুবই করুণ। প্রতিটি ঘরে ভিড়ে ঠাসাঠাসি করে মানুষজন রয়েছেন। একশোর মত লোক অথচ বাথরুম একটি। এই সমস্ত ত্রাণ শিবিরে ত্রানের ব্যবস্থা অপ্রতুল। সুটিয়ার শিবিরগুলিতে ত্রাণ নিয়ে জলবন্দী মানুষদের ক্ষোভের আঁচ পাওয়া গেল। প্রায় সবাই অভিযোগ করলেন, সপ্তাহে মাত্র কয়েক কেজি চাল বরাদ্দ হয়েছে। এই চালি দু'দিনও চলে না। কিছুদিন সকালবেলা চিড়ে–গুড় দেওয়া হয। গত প্রায় দুই সপ্তাহের উপর হল তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষদের বাইরে থেকে সুদে টাকা এনে বাজার হাট করে খাবার জোগাড় করতে হচ্ছে। সরকারের তরফে কোনও উদ্যোগ নেই। কবে যে জল নামবে তা জানেন না শিবিরবাসীরা। সুটিয়া, বোলদেঘাটা, পাঁচপোতা, পাড়ুইপাড়ার মানুষজন রোদের উপর ভরসা করছেন। তাদের মতে, আগে তবু বোলদেঘাটা খাল সংস্কার হত। প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস আন্দোলন করেছিলেন এই খাল সংস্কারের জন্য। এর ফলে তিনি তৃণমূল সরকারে চক্ষুশূল হয়েছিলেন। তার মৃত্যু পর এখন আর কিছুই হয় না। ত্রাণ শিবিরে প্রায় শতাধিক স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের মধ্যে ১১–১২ জন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। স্কুল খুললেই টেস্ট পরীক্ষা।

এই ছেলেমেয়েদের খোঁজ নিতে মঙ্গলবার বিভিন্ন ত্রাণ শিবির পরিদর্শণ করেন, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বনগাঁ মহাকুমা শাখার পক্ষে এক প্রতিনিধি দল। তারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন।

গাইঘাটা ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, বছর দুই আরো বোলদেঘাটা এলাকা উঁচু করার জন্যে মাটি ফেলা হয়েছিল। এলাকা সরেজমিনে ঘুরে আবারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে প্রায় ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও জল যন্ত্রণা নিয়ে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন দুর্গত পরিবারগুলি।

সাগরমেলার প্রস্তুতি শুরু ড্রেজিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু। মুড়িগঙ্গা নদীতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ড্রেজিংয়ের কাজ। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে মুড়িগঙ্গা নদীতে প্রচুর পরিমাণ পলি জমে। বছরভর কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮ থেকে সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়াতে পারাপারের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ পোহাতে হয় নিত্যযাত্রী থেকে তীর্থযাত্রীদের। কারণ ভাটার সময় নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় ৫–৬ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বন্ধ রাখতে হয় ভেসেল সার্ভিস। ফলে সাগরদ্বীপের বাসিন্দা থেকে গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীরা আটকে পড়েন নদীর দু'প্রান্তের জেটিঘাটে। এমনকী মেলার সময় লাখ লাখ পুণ্যার্থীর ঢল নামলে সেই দুর্ভোগ আরও চরমে ওঠে। দ্বীপবাসী ও ভিনরাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীদের এই দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মুড়িগঙ্গা নদীতে জমা পলি সরাতে ড্রেজিংয়ের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল আন্তর্দেশীয় জলপথ

পরিবহন নিগমকে (ইনল্যান্ড ওয়াটার্স)। ২০১৮ সালে গঙ্গাসাগর মেলা শুরুর আগে থেকে বছরভর ৫ টি অত্যাধুনিক ড্রেজার ও ৪ টি পলি কাটার মেশিন দিয়ে নিয়মিত নদীতে জমা পলি সরানোর কাজ চালানো হয়। টানা পাঁচ বছর নদীর পলি ড্রেজিংয়ের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছিল। বছরভর টানা ড্রেজিংয়ের ফলে মুড়িগঙ্গা নদীতে নতুন একটি চ্যানেল তৈরি করা গিয়েছে বলে দাবি জেলা প্রশাসনের কর্তাদের। লাগাতার ড্রেজিং করে সেই চ্যানেল পরিস্কার রাখার কাজ জারি রাখা হয়েছে। তবে মেলার কয়েকটি দিন নামখানা–বেনুবন পয়েন্টে বেশি সংখ্যক লঞ্চ নামিয়ে পুণ্যার্থীদের পারাপারের উপর বেশি জোর দিচ্ছে জেলা প্রশাসন।

গাড়ি–ট্রাকের সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ডায়মন্ড হারবার: ৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ডায়মন্ড হারবার থানার নেতড়া সুলতানবাগ এলাকায় তীর্থযাত্রীদের গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তীর্থযাত্রীদের গাড়িটি মায়াপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল নেতড়ার সুলতানবাগের কাছে চাল বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রচন্ড ঝড় আর বৃষ্টির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কয়েক মিনিটের টর্নেডো ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কুলপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঝড় বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রাম। একাধিক বাড়ির উপর ভেঙে পড়েছে গাছ। জানা যায়, মঙ্গলবার রাত্রেবেলা হঠাৎই বৃষ্টি নামে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। ঝড়ের দাপটে গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দৌলতাবাদ, দয়ারামপুর ও বাঁশবেড়িয়া গ্রামে একাধিক বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়ায় বিপাকে এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা জানায় রাতেরবেলা কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে তাদের ঘরের চাল কোথাও গবাদিপশুর ঘর সমস্ত কিছুই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। তবে এই বিষয় নিয়ে গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আব্দুল রহিম মোল্লা জানায়, আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেছি বহু মানুষ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আমরা বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি যতটা সম্ভব ওই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি। তবে হঠাৎ করে শীতের শুরুতেই এইভাবে কয়েক মিনিটের টর্নেডো ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কুলপির গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি এলাকা।

গলা কাটা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে এক ব্যক্তির গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়া এলাকায়। রায়দিঘী বিধানসভার সিংহের চক এলাকায় দিলীপ নাইয়া নামে এক ব্যক্তির গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা রায়দিঘী থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটালো তদন্ত শুরু করেছে রায়দিঘী থানার পুলিশ।

রক্ষা পেল বিপন্ন পেঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কুলতলি : বকুলতলা থানার প্রিয়নাথের মোড়ের একটি পেট্রোল পাম্পের সামনের রাস্তার ওপরে একটি পেঁচাকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় কয়েকজন যুবক। পেঁচাটির বাঁদিকের ডানা ও চোখে চোট রয়েছে। মানবাধিকার কর্মী মিঠুন মণ্ডল ও উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় খবর পেয়ে অসুস্থ পেঁচাটিকে কুলতলি ব্লক প্রাণী দপ্তরের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসে। চিকিৎসকেরা দু'ঘণ্টা ধরে অপারেশন করে ডানাটিকে জুড়ে দেয়। এরপর জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের অন্বেষা ক্লিনিকের সুপর্ণা কণ্ঠ ওই অসুস্থ পেঁচাটির চিকিৎসার সব ওষুধ ব্যবস্থা করে দেয়। বিকালে পেঁচাটিকে কুলতলির পিয়ালি বিট বন দপ্তরের কর্মীদের হাতে গিয়ে তুলে দেওয়া হয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারীর বেহালায় প্রবেশ নিষেধ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সর্বশেষ পুলিশি সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ প্রতারনা ও চিটিং– বাজীর অভিযোগে অভিযুক্ত বেহালা পাইকারী সমবায় ভাণ্ডারের সহঃ সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী গত ২৪ শে অক্টোবর ৭৪ শর্ত সাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পেয়েছে।
শর্তে বলা হয়েছে যতদিন মামলা চলবে ততদিন শ্রী ব্রহ্মচারী বেহালায় ঢুকতে পারবে না। প্রতিমাসে থানায় এসে হাজিরা দিতে হবে। সংবাদে আরও প্রকাশ বেহালা থানাকে অবিলম্বে তদন্ত শেষ করে চূড়ান্ত রিপোর্ট এনফোর্সমেন্ট দপ্তরে দাখিল করার জন্য জেলা পুলিশ সুপার জোর তাগাদা দিয়েছেন।

৯ম বর্ষ, ৯ নভেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ১ সংখ্যা

ক্রাইম ডেস্ক

রায়দীঘিতে নলিকাটা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রায়দীঘির সিংঘেরচক বকুলতলা গ্রামে দুষ্কৃতিদের হাতে খুন হল দিলীপ নাইয়া নামে এক যুবক। সোমবার বাড়ির অদূরে গ্রামের রাস্তার পাশে এক যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। এদিন তিনি প্রাত:ভ্রমণে বেড়িয়ে রাস্তার পাশে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার করেন তারপরে গ্রামের লোক ও পরিবারের অন্য সদস্যরা সেখানে হাজির হয়। খবর পেয়ে রায়দীঘি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, সে বিষয়ে এখনও অন্ধকারে পুলিশ। রায়দিঘি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে মৃতের মা সহ পরিবারের সদস্যরাও কোনকিছু অনুমান করতে পারছেন না। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস তিনেক আগে শ্রমিকের কাজ করার জন্য বাড়ি থেকে অন্য রাজ্যে গিয়েছিলেন দিলীপ নাইয়া নামে ওই যুবক। মৃতের বয়স ৩৬ বছর। মৃত যুবক বিবাহিত এবং তিন বছরের এক সন্তান আছে।প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দিলীপকে খুন করা হয়েছে। তবে তার কারণ এখনও অস্পষ্ট। তবে পুলিশ সন্দেহের আওতা থেকে বাদ দিচ্ছে না কিছুই। শ্রমিকের কাজের জন্য কোথায় গিয়েছিলেন তিনি, সেখানে কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা হয়েছিল কিনা অথবা এখানে কারও সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের জেরেই এমন ঘটনা কিনা, সব কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আচমকা বাড়ির ছেলের এই পরিণতি পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

আবাস যোজনার বেনিয়মের অভিযোগে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবাস যোজনায় একাধিক বেনিয়ম হয়েছে যারা যোগ্য প্রাপক তাদের লিস্টে নাম নেই অন্যদিকে যাদের বাড়ির দরকার নেই পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের লিস্টে নাম রয়েছে এই ধরনের একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলে মন্দির বাজার ব্লকে, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন দিল আইএসএফের কর্মী সমর্থকরা। মূলত তাদের দাবি, আবাস যোজনায় একাধিক বেনিয়ম হয়েছে যারা যোগ্য প্রাপক তারা ঘর পায়নি বেছে বেছে শাসক দলের কর্মীদেরকে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে মন্দিরবাজার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মাসুদ রহমান জানায়, এলাকার মানুষ যে সমস্ত অভিযোগ জমা করছেন আমরা সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখছি তবে এখনও পর্যন্ত ২০১৮ সালের যে সমস্ত লিস্ট জমা পড়েছিল সেগুলি সার্ভে করে দেখা হচ্ছে যারা প্রকৃত ঘর প্রাপক তারাই ঘর পাবে।

রায়দিঘী বোলের বাজারে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘী : সাত সকালে বাজারের মধ্যে কুপিয়ে খুন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রায়দিঘি থানার বোলের বাজার এলাকায়। নিহত ব্যক্তি শেখ বাহাদুর। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে বোলের বাজারে যান শেখ বাহাদুর। সেখানেই তাকে কুপিয়ে খুন করে শাহাদাত শেখ। আহত অবস্থায় শেখ বাহাদুর কে উদ্ধার করে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পারিবারিক বিবাদের কারণে খুনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত। অভিযুক্তের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তবে পরবর্তী সময়ে রায়দিঘী থানার পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মূল আসামি শাহজাহান শেখ সহ মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে বুধবার দিন তাদের ডায়মন্ডহারবার মহাকুমা আদালতে পাঠানো হলে আদালত ৬ দুজনের পুলিশি হেফাজত ও বাকিদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে বেঁচে ফিরলেন ক্যানিংয়ের ঠিকাদার

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : মুক্তিপণ দিয়ে দুষ্কৃতিদের খপ্পর থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন ক্যানিংয়ের এক ঠিকাদার। বর্তমানে গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের ঠাকুরাণী বেড়িয়ার গোবরামারীর গ্রামের বাড়িতেই রয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঠাকুরাণী বেড়িয়ার গোবরামারী গ্রামের যুবক গোপাল সরদার প্রায় ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঠিকাদারীর কাজ করছেন। কাজের জন্য এক অপরিচিত নম্বর থেকে গত প্রায় ১৫ দিন আগে ফোন করেছিল অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। পারিবারিক অসুবিধার কারণে যেতে পারেননি গোপাল। পরবর্তী সময় আরো চার পাঁচবার কাজের জন্য ফোন আসে। ফোন মারফত কাজ

করার জন্য ২৮ অক্টোবর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ হাজির হয়েছিলেন মথুরাপুর ষ্টেশনে। সেখান থেকে টোটোয় চেপে পৌঁছে যান খটির বাজার এলাকায়। সেখানে পৌঁছাতেই কয়েকটি বাড়িঘর আর মন্দির দেখিয়ে কাজের কথা বলে দুষ্কৃতিরা। এরপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাত আটজন দুষ্কৃতি একটি বাঁশ বাগানের জঙ্গলের নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে রিভলবারের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাঁটিয়ে দেয় তাঁর। এরপর ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়।পাশাপাশি ওই ঠিকাদারের ফোন কেড়ে নিয়ে ফোন পে এবং এটিএম থেকে দফায় দফায় টাকা তুলে নেয়। মুক্তিপণের জন্য আরো টাকা দাবী করে ঠিকাদারের ফোন থেকে তার বাড়িতে ফোন করে দুষ্কৃতিরা।এদিকে পরিবারের লোকজন দুষ্কৃতিদের কথা মতো টাকা পাঠায়। পাশাপাশি গোপাল কে উদ্ধারের জন্য ক্যানিং থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। চলতে থাকা অত্যাচার। গোপাল সরদার অচৈতন্য হয়ে পড়ে।ইতিমধ্যে ফোনের টাওয়ার লোকেশান ধরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ক্যানিং থানার পুলিশ।

পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যা নাগাদ দুষ্কৃতিরা নির্জনস্থানে গোপালকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ঠিকাদারের ফোন এবং কাছে থাকা নগদ প্রায় তিনহাজার টাকাও নিয়ে যায়। এরপর সুযোগ বুঝে ওই ঠিকাদার বাঁশবাগানের জঙ্গল থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। সেখান থেকে মথুরাপুর স্টেশনে পৌঁছায় সহৃদয় এক টোটো চালকের সাহায্য।সেখান থেকে সোনারপুর হয়ে ক্যানিং লাইনের বেতবেড়িয়া(ঘোলা) স্টেশনে নামে। সেখান থেকে ক্যানিং থানার পুলিশ ওই ঠিকাদারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।

ঠিকাদার গোপাল সরদার জানিয়েছেন, আমার হাতে রিভলবার দিয়ে দুষ্কৃতিরা ছবি তুলেছে ফেসবুকে ছাড়বে বলে।প্রথম দিকে ওরা নিজেদের মধ্যে আকবর,ইদ্রিশ,আনোয়ার নামে ডাকাডাকি করে কথাবার্তা বলছিল।পরে মদ খেঁয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লে আসল নামে কথাবার্তা বলতে শুরু করে।পরে বুঝতে পারি সুমন বলে একজন ছিল যার বাড়ি তালদি এলাকায়। আমার কাছে আগে কাজ করতো। সুমন ও তার সঙ্গীরা এমন কাজ করেছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৯ নভেম্বর – ১৫ নভেম্বর, ২০২৪

নারী নির্যাতনে দ্রুত শাস্তি কাম্য

ভীতি প্রদর্শনের সংখ্যা ক্রমশ নির্যাতনের সংস্কৃতির দিকে পশ্চিমবাংলাকে এগিয়ে দিচ্ছে। এমন অভিযোগ সাধারণ বহু মানুষেরই। গত ৯ আগষ্টে ঘটা আরজি করের অভয়া নির্যাতনের ঘটনা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করার পরই জনমানসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকী শাসকদলও বিচার চেয়ে মহামিছিল করেছিল সে সময়। রাত দখলের লাগাতার আন্দোলন যখন নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের দিকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছিল ঠিক সেই আবহে হঠাৎই একের পর এক শ্লীলতাহানী, গণধর্ষণ, নাবালিকা হত্যা ইত্যাদির ভয়াবহ খবরগুলি বেড়ে গেল। পথে ঘাটে অফিস কাছাড়িতে এই ধরনের লজ্জাজনক ঘটনাগুলির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। শাসক বিরোধ নানা রাজনৈতিক চাপানউতোরের পর্ব শেষে নারী নির্যাতনকারীরা সহজেই একের পর এক অপরাধ সংঘটিত করে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কোথাও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটছে কোথাও বা জনগণ হাতে আইন তুলে নিয়ে অভিযুক্তকে চরম শাস্তি দিয়ে দিচ্ছে। এমন ঘটনা যদি ঘটে তা সমাজের পক্ষে সুদূর প্রসারী ক্ষতির সম্ভাবনা। সাধারণ মানুষ প্রশাসনের উপর আস্থা হারালে এবং আইন হাতে তুলে নিলে আগামীদিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। কারণ এই বাংলাতেই একদা শ্রেফ ছেলেধরা গুজব রটিয়ে বালিগঞ্জের কসবাতে বহু আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

সারা ভারতের চোখে বাংলার নারী নির্যাতনের একের পর এক সংবাদগুলি অত্যন্ত বিড়ম্বনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা দেশেই তিনি সুপরিচিত। দুভার্গ্যের বিষয় রাজ্যের কিছু জনপ্রতিনিধি ও নেতা মহিলাদের সম্পর্কে কিছু কিছু কুরুচিকর মন্তব্য করে থাকেন সেগুলি অপরাধ প্রবণ মানসিকতাকে অনুপ্রাণিত করে কিনা তা চর্চার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। অপরাধী কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা প্রভাবশালীদের আশ্রয়ে থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে, কিন্তু অপরাধের মাত্রার ওপর নির্ভর করে অপরাধীর শাস্তি।

কুলপি থেকে শিলিগুড়ি শিশুকন্যা, নাবালিকা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধা কোথাও না কোথাও বর্বর অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে। দৃষ্টান্তমূলক সাজা এখনো একটিও দেখা যায়নি এসব ক্ষেত্রে। আরজি করের 'বিচার চাই' আবহে কী কারণে হঠাৎ নারীর বদ্ধভূমি পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠল তা বিস্ময়ের। আরও বিস্ময়ের শাসকদলের কোনও কোনও ব্যক্তি যখন এগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে লঘু করে দেখাতে চেষ্টা করে বিবৃতি দেন। কিংবা কোনও জনপ্রতিনিধি যখন বলেন, সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় এমন ঘটনাগুলি স্থান পাওয়া উচিত নয়, তখন প্রশ্ন ওঠে অপরাধের কী কোথাও কোনও রাজনৈতিক সংযোগ থাকা উচিত? থ্রেট কালচার যদি কোথাও রেপ কালচারে পরিণত হয়ে ওঠে তখন আর বাঙালির বাকি রইল কী।

দেশে নারী নির্যাতনের বিপক্ষে বহু আইন আছে। নাবালিকা কিংবা শিশু নির্যাতনের বিপক্ষেও যথেষ্ট আইন রয়েছে। তবু কেন এই অরাজকতার বাড়বাড়ন্ত এ প্রশ্ন সবার। অভিযুক্ত ও অপরাধীদের সঠিক বিচার হোক এটাই দেশবাসী দেখতে চায়। অন্যায় প্রমানিত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে দ্রুত কার্যকর হয় রাজ্যের মানুষ চায়। ঘরের লক্ষ্মীদের এই অপমান, নির্যাতন, হত্যা সমাজ ও কোনও শাসকের কাছেই কাম্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী অন্তত 'ফোঁস' করুন এই অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে। কঠোর শাস্তির ভয় অন্তত দেখান।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

রামচন্দ্র বললেন, হে ভগবন্। পরম কারণ হতে পৃথক আকারে প্রতিভাত এই পঞ্চভূত–নির্মিত জগৎ ব্রহ্ম–অভিন্ন হয় কিভাবে? বশিষ্ঠ বললেন, পরমাত্মার সাথে জগতের অভিন্নতাই সত্য, ভেদ কল্পিত এবং অসত্য। ভেদমূলক যে বাক্য উপদিষ্ট হয়, তা কেবল জ্ঞানার্থীদের জ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ভেদবাক্য ব্যবহারিক, পরমার্থিক নয়। যে ব্রহ্মে এক বা দুই বা বহু কিছুই নেই, তাঁতে ভেদ থাকার পরিসর কোথায়? তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমিও এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে যে, পরমাত্মাই সর্বময়, তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই, কেউ নেই। প্রকৃত জ্ঞানীদের উপলব্ধিতে ভেদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে যায়। জ্ঞানোদয়ের প্রয়োজনে অসত্য দ্বৈত ব্যবহার না করলে নব্য জ্ঞানার্থী অদ্বৈত বুঝতে পারে না। রাম! তুমি শব্দজনিত ভেদ পরিহার করে স্বীয় বুদ্ধিকে মহাবাক্যে নিহিত অর্থে নিযুক্ত কর, এবং তারপর অন্তঃকরণকে অখণ্ড অদ্বৈতাকার করে উপদেশ–সুধা শ্রবণ কর। হে অনঘ। এই ত্রিজগৎ হল মনের মনন। শুধু কল্পনাবলে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। জগৎকে অনিত্য জ্ঞান করাই সত্য জ্ঞান। নশ্বর জগৎকে পরিত্যাগ করে নিজেতে সংস্থিত হওয়াকে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পরম শান্তি বলে অভিহিত করেন। কল্পনারূপ মনোরোগের চিকিৎসা করতে চিত্তের নিরোধ করা অবশ্য কর্তব্য। বস্তুতঃ অনুরাগ–দ্বেষে বিমুগ্ধ যে চিত্ত, তার নামই হল সংসার। সুতরাং চিত্তের নিবৃত্তিতে সংসারও অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়ে। নিরাকার ও গগনসদৃশ চিত্তের গর্ভে জগৎভ্রূণ সৃষ্ট ও পরিপালিত হয়। চিত্তে চৈতন্য এবং জড় দুই ভাব আছে। চৈতন্য অংশ সমস্ত কল্পনার বীজস্বরূপ এবং জড় অংশ অলীক জগৎ। সৃষ্টির পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন ব্রহ্মা স্বপ্নতুল্য কল্পনাসম্ভাবনা দেখেও দেখতেন না। পরে জড়সম্বিৎ সম্পৃক্ত হয়ে প্রথমে শৈল, তারপর দীর্ঘ সম্বিৎযোগে মায়াপ্রপঞ্চ, এবং অবশেষে সূক্ষ্ম সম্বিৎযোগে সমষ্টিলিঙ্গ হিরণ্যগর্ভ এই তিন প্রকার শরীর দর্শন করেন। সেই শরীর আকাশস্বরূপ, তার কোন ভৌতিক অবস্থান নেই এবং চিত্তময়তার কারণে সেই শরীর অসত্য। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

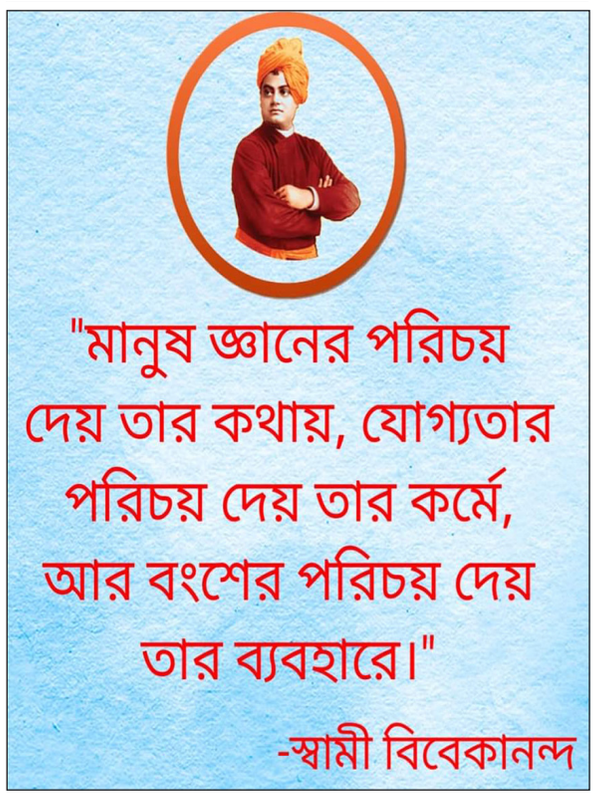

আরজি কর আন্দোলন মানুষের সচেতনতার পাঠ হোক

নরেন্দ্রনাথ কুলে

অভয়ার বিচারের দাবিতে আন্দোলন চলছে। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন, নাগরিক সমাজের আন্দোলন ঘিরে আজকে একটা বিতর্ক উঠছে। যে বিতর্ক আন্দোলনের শুরুতে ওঠেনি। মেয়েরা রাত দখল করো নামাঙ্কিত সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপের আহ্বানে পশ্চিমবাংলা জুড়ে লাখ লাখ মহিলারা পথে নেমেছেন। সাথে ছিল নাগরিক সমাজ। মোড়ে মোড়ে বসেছে জনতার আদালত। না তখনও আন্দোলন নিয়ে রাজনীতির কথা ওঠেনি। রাজনীতির পরিচিত মুখের পরিচিতি দিয়ে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। জুনিয়র ডাক্তারদের ফোরামের আন্দোলন নাগরিক সমাজের সমস্ত আন্দোলনকে একটা বলিষ্ঠরূপ দিতে পেরেছিল। জুনিয়র ডাক্তাররা তাঁদের আন্দোলনে রাজনীতির পরিচিত মুখকে কার্যত ঘেঁষতে দেয়নি। তথাপি এই আন্দোলন রাজনীতির চর্চায় উঠে এল। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের মুখ হিসেবে অনিকেত মাহাতো বেশি করে হাইলাইট হতে শুরু করতেই তাঁর ছাত্র জীবনের রাজনৈতিক পরিচয় খবরের পাতায় উঠে এল। অনিকেত মাহাতো অনশন মঞ্চে অসুস্থ হলেন এবং হাসপাতালে ভর্তি হলেন। এই খবরে তৃণমূলের এক মুখপাত্র কটূক্তি করলেন, অনিকেত মাহাতো সিপিএমের স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে নাকি তাঁর অসুস্থতার ভান। অনিকেত মাহাতোর রাজনৈতিক পরিচয় তাঁর ছাত্রজীবনে এসইউসিআইয়ের ছাত্র সংগঠন। এসইউসিআইয়ের এই পরিচিতি সিপিএমের কাছে কখনোই সুখের নয়। এই অনুভূতিটা তৃণমূলের নেতা সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন অনিকেতের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে। আরজিকর আন্দোলন মানুষের আন্দোলনে পরিণত হলেও ভোট সর্বস্ব রাজনীতির দল সে বাম হোক আর ডান হোক তারা আন্দোলনকে নিজেদের ফসলে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় থাকে। সেই চেষ্টায় এ বাংলায় বৃহৎ বামপন্থী দল হিসেব পরিচিত দলটি তার পথ খুঁজতে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সেই পথ খোঁজার

চেষ্টায় জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে রাজনীতির পরিচিত মুখ যেখানে ব্রাত্য হয়েছিল, সেই আন্দোলনে জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে তথাকথিত ওই বামপন্থী দলের নেতাদের দেখা গেল। এই নেতাদের আন্দোলনকারী ডাক্তাররা তাঁদের আন্দোলনে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিল কি করে? এই বাংলার অন্য বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে গো–ব্যাক স্লোগান তুলে সেই নেতাদের ডাক্তারদের আন্দোলনের মাঝে উপস্থিত থাকতে দেয়নি, সেখানে সিপিএমের নেতাদের বোঝা উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই নেতাদের আচরণ তৃণমূলের কোর্টে বল ঠেলে দেওয়া।

৩৪ বছর শাসনে সিপিএম আন্দোলন করা ভুলেই গিয়েছিল। সরকারের যে কোন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে পথে নামতে এসইউসিআই দলকে বরাবর দেখা যায়। তারা ভোট না পেলেও তাদের আন্দোলনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আছে। সিপিএম নেতারা ডাক্তারদের সার্বিক আন্দোলনকে বিভাজিত করেছে ঠিকই। তাই ডাক্তারদের ফ্রন্ট আর ফোরাম এই দুটি নামে আজকের আরজিকর আন্দোলনকে দেখা যাচ্ছে। এমনকি সম্প্রতি জুনিয়র ডাক্তারদের অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনের জন্ম হল যা অভয়ার বিচারের দাবি নিয়ে আন্দোলনের ৭৭ দিন পর। আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে আপামর মানুষ যখন রাজনৈতিক ব্যানার ছাড়াই আন্দোলনে সামিল হচ্ছে, তখন সিপিএমের পরিচিত নেতার মুখ ডাক্তারদের আন্দোলনে আসার প্রয়োজন ছিল কি? দলীয়ভাবে সবার সমর্থন থাকার বিবৃতি যথেষ্ট। দলীয়ভাবে সাধারণ কর্মীদের ডাক্তারদের আন্দোলনের সাথে নামার আহ্বান যথেষ্ট। সেখানে পরিচিত নেতার মুখের প্রয়োজন ছিল না। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকারী মুখ শুধু অনিকেত মাহাতো একার নয়। অন্যান্য মুখগুলি সকলের তো এসইউসিআই দলের ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিল না। তাহলে সিপিএম নেতাদের প্রক্রিয়ায় রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদী আন্দোলনটি আক্ষরিক অর্থে ভাগ হয়ে গেল। শাসক আন্দোলনের এই ভাগ তো মনে প্রাণে চায়। যাতে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তৃণমূল সেই সুযোগকে সদব্যবহার করবে সেটাই ত স্বাভাবিক। তাই আন্দোলনের ৭৭ দিন পর তৃণমূলের ছায়া অবলম্বনে জুনিয়র ডাক্তারদের একটি সংগঠন তৈরি হল। তৃণমূলের কুণাল ঘোষের কটাক্ষ কার্যকর হল। আন্দোলনকে যখন তৃণমূল হুমকি দিয়ে থামাতে বা ভাঙতে পারেনি, সেখানে সিপিএমের প্রক্রিয়া তৃণমূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার তো করবেই। সেটা প্রতিহত করার দায়িত্ব সিপিএম কতটা নিতে পারবে তা সময় বলবে।

অনিকেতের অসুস্থতা তৃণমূলের কাছে নাটক বলে মনে হয়েছে। অনিকেতের পরে পরপর অনশনকারী ডাক্তাররা অসুস্থ হচ্ছেন। তাও কি নাটক? হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন বলে তৃণমূলের এক জনপ্রতিনিধির কটাক্ষ তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক অনশন সংস্কৃতিকেই ভেংচি কাটে। শুধু অনশন নিয়ে নয়, ভোট এলে তৃণমূলের নাটক সবার সেরা। সেই নাটক একেবারে সাধারণ দর্শকের কাছে বাস্তব লাগে। কারণ তার আবহ ভাবনা অভিনয়ে এতটুকু খুঁত থাকে না। আরজি কর কাণ্ডে তৃণমূলের নাটক বলে মানুষকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করুক, সব দলকে ভোটের কথা মাথায় রেখে এ আন্দোলন করলে চলবে না। এই আন্দোলন সার্বিক সুস্থ সমাজের দাবির আন্দোলন। শুধু রাজনৈতিক লাভের লক্ষ্যে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আন্দোলনকে ভাবলে তৃণমূলের লাভ হবে সবথেকে বেশি। গ্রাম্য অঞ্চলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কথা বলার এই মুহূর্তে কোন লোক নেই। সেই জায়গাটা তৈরি করে রেখেছে তারা। এই জায়গাটা ভাঙতে গেলে মানুষের সচেতনতা তৈরি করার পদক্ষেপে জোর দিতে হবে। আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে এই আন্দোলনকে হাতিয়ার করে এগিয়ে গেলে সঠিক গন্তব্যে মানুষ হয়তো যেতে পারে।

যে গ্রামের লোকেদের নুন ছাড়া কিনতে হয় না কিছুই

সিদ্ধার্থ সিংহ

বোধিবৃক্ষের ঝরাপাতা

মধ্যপ্রদেশের ছান্দিওয়াড়া জেলার সতপুড়া পার্বত্য এলাকাতেই রয়েছে আদিবাসীদের গ্রাম 'পাতালকোট'। ছান্দিওয়াড়ার সদর শহর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে। ওই এলাকার গ্রামগুলোতে মূলত ভারিয়া, ভূমিয়া–সহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করেন। পাহাড়ি জঙ্গলে ঘেরা ওই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই দেখার মতো।

দীর্ঘ দিন ধরে ওই এলাকায় আদিবাসীরা থাকলেও, তাঁদের সম্বন্ধে খুব একটা কিছু জানা যায়নি এত দিন। এমনকী কয়েক বছর আগেও ভারত কেন, মধ্যপ্রদেশের ম্যাপেও ছিল না ওই এলাকার হদিশ।এখনও শুধুমাত্র পাহাড়ের উঁচু এলাকা থেকে বোঝা যায় ওই পাতালকোট উপত্যকাটির অস্তিত্ব। গ্রামগুলো সমতল থেকে প্রায় ১৭ ফুট নীচে। ওই এলাকাটিকে 'পাতালে পৌঁছনোর সিঁড়ি' বলেও দাবি করেন স্থানীয়দের কেউ কেউ। আদিবাসীদের বিশ্বাস, সীতা ওই এলাকা দিয়েই পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

পাতালকোট এলাকায় রয়েছে কম–বেশি ১২–১৩টি গ্রাম। সেই গ্রামের লোকজনদের জীবনযাত্রা আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো নয়। ওই এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন যা লাগে, তার জন্য তাদের বাজার–হাটে যাওয়ার দরকার হয় না। চাল, গম, আলু, পটল থেকে শাক–সবজি সব, সব কিছু নিজেরাই চাষ করেন। জঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করেন বিভিন্ন ফল–মূল, মধু। তাদের অসুখ–বিসুখ করলে, সেই অসুখ উপশমের জন্য ওষুধের প্রয়োজনও মিটিয়ে দেয় ওই জঙ্গলই। জঙ্গলে রয়েছে বিভিন্ন রকমের ঔষধি গাছ। সেই গাছ থেকেই তাঁরা তৈরি করে নেন বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। ওই কাজ করার জন্য অবশ্য বেশ কিছু লোকও রয়েছেন ওই আদিবাসী গ্রামে। তারাই বংশ পরম্পরায় করে আসছেন ওষুধ বানানোর কাজ।

তাই জীবন ধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনী খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে কারোরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না তাদের। শুধু একটি জিনিসই তাঁদের বাইরে থেকে জোগাড় করে আনতে হয়। আর সেটা হল লবণ, মানে নুন। একমাত্র এই নুনের জন্যই পাতালকোট এলাকার ওই গ্রামের লোকগুলোকে গ্রামের বাইরে বেরোতে হয়। না হলে ওই গ্রামটাকেই তারা বানিয়ে ফেলতে পারতেন তাঁদের একটা নিজস্ব পৃথিবী।

মিসরকে ম্যালেরিয়া মুক্ত দেশের স্বীকৃতি

সুমন্ত ভৌমিক

মিসরকে ম্যালেরিয়া মুক্ত দেশের স্বীকৃতি দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও। গত রবিবার এক বিবৃতিতে এই রোগের অবসান ঘটানোর জন্য মিসরের সরকার ও জনগণের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছে ডব্লিউএইচও। মিসরের কর্তৃপক্ষ প্রায় ১০০ বছর আগে প্রাণঘাতী মশাবাহিত সংক্রামক রোগটি নির্মূল করার জন্য প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করে। প্রায় তিন বছর ধরে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণের ধারা রুখে দিতে সক্ষম হওয়ায় দেশটিকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ স্বীকৃতি দেশটির জন্য সত্যিকার অর্থে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি। সংস্থাটির বলেছে, ডব্লিউএইচওর পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় দেশ হিসেবে ম্যালেরিয়ামুক্ত দেশের স্বীকৃতি পেল মিসর। এর আগে অঞ্চলটিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মরক্কো এই স্বীকৃতি পেয়েছিল। ডব্লিউএইচওর প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেন, মিসরীয় সভ্যতার মতোই প্রাচীন রোগ ম্যালেরিয়া। রোগটি মিসরের ফারাওদের জন্যও বড় ধরনের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। তবে এখন থেকে মিসরের জন্য রোগটি শুধুই ইতিহাস।

বিশ্বজুড়ে ৪৪টি দেশ ও একটি অঞ্চল ম্যালেরিয়ামুক্ত হওয়ার মাইলফলক অর্জন করেছে। তবে ডব্লিউএইচও বলেছে, এই স্বীকৃতি একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু মাত্র। মিসরের প্রতি এই স্বীকৃতি ধরে রাখার আহ্বানও জানিয়েছে সংস্থাটি। ম্যালেরিয়ায় বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ মানুষ মারা যায়। এর বেশির ভাগই আফ্রিকা মহাদেশে।

ইরানে পোশাক খোলার পর আটক

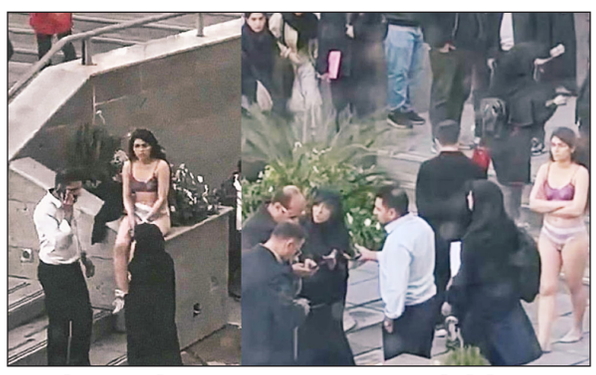

গত শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসা একটি ভিডিওতে দেখা যায় তেহরানের ইসলামিক আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়িতে বসে আছেন অন্তর্বাস পরা এক নারী। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও গবেষণা শাখার ফুটপাত ধরে শান্তভাবে হাঁটছেন। আরেকটি ভিডিওতে এই নারীকে তার অন্তর্বাস খুলতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর সাদা পোশাকের এজেন্টরা তাকে আটকে গাড়িতে তোলেন। আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় বলেছেন, এই নারী মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন তাই তাকে একটি মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পোশাক খুলে ফেলার পর আটক হওয়া নারীকে মুক্তি দিতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মানবাধিকার কর্মীরা। তাঁরা বলেছেন, এই ঘটনাটি ছিল দেশটিতে বাধ্যতামূলক হিজাব আইনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। অনেক ইরানি এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার এই কাজকে নারী–স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই আন্দোলনে অনেক ইরানি নারীকে প্রকাশ্যে তাদের চুল ঢেকে রাখা, লম্বা–ঢিলেঢালা পোশাক পরতে বাধ্য করার আইন অমান্য করতে দেখা গেছে। আটক করার সময় সাদা পোশাকের এজেন্টদের গাড়ির দরজা বা ফ্রেমের সঙ্গে নারীর মাথার আঘাত লেগেছিল। ফলে তার রক্তক্ষরণ হয়েছিল। পরে তাঁকে একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই বছর আগে এইভাবে হিজাব না পরার কারণে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনিকে আটক করেছিল পুলিশ। তিনি পুলিশ হেফাজতে মারা গেলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ হয়। এই বিক্ষোভে ৫০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এই নারী শিক্ষার্থীদের বলেছিলেন, আমি তোমাদের বাঁচাতে এসেছি। কানাডা–ভিত্তিক নারী অধিকারকর্মী আজম জাংরাভি বলেছেন, যখন আমি বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম, তখন নিরাপত্তা বাহিনী আমাকে গ্রেপ্তার করে। পরে তারা আমার পরিবারকে আমাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা করার জন্য চাপ দিয়েছিল। আজম জাংরাভি আরও বলেন, আমার পরিবার এটি করেনি। তবে চাপের মধ্যে থাকা অনেক পরিবার এটি করে। এ ক্ষেত্রে তারা ভাবে এটি করা তাদের প্রিয়জনকে রক্ষার সর্বোত্তম উপায়। এভাবেই নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের অসম্মান করার চেষ্টা করে। ইরানবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত মাই সাতো লিখেছেন, তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়াসহ এই ঘটনাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। শান্তিতে নোবেলজয়ী ইরানের মানবাধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মদী একটি বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি এই ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি আরও বলেন, অবাধ্যতার জন্য নারীদের মূল্য দিতে হয়। কিন্তু আমরা বলপ্রয়োগের কাছে মাথা নত করি না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ইরানকে অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রীকে মুক্তি দিতে হবে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

রাজ্যে বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রার্থীদের পরিচিতি

বরুণ মণ্ডল : ১৩ নভেম্বর বুধবার বিধানসভার উপনির্বাচনে যে ৬টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন হচ্ছে, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী রয়েছেন ৪২ জন। কোচবিহার জেলার সিতাই(তফঃ) বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী রয়েছেন ৭জন। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট (তফঃ) বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী রয়েছেন ৭জন। বাঁকুড়া জেলার তালড্যাংড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী রয়েছেন ৫জন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া ও নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী রয়েছেন ৯জন করে আর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী রয়েছেন ৫জন। ৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭জন কোটিপতি। এর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের কোটিপতি রয়েছেন ৩জন। বিজেপির ২জন। তৃণমূলে ১জন। তৃণমূল কংগ্রেসের ৬জন প্রার্থীর গড় আয়ের পরিমাণ ১,৩৪,০৪,০৮৯ টাকা। জাতীয় কংগ্রেসের ৬জন প্রার্থীর গড় আয়ের পরিমাণ ৯৮,২৩,০২৩ টাকা। আর বিজেপি দলের ৬ প্রার্থীর গড় আয়ের পরিমাণ ৮৪,৯২,৪১৫ টাকা। এগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে জমা করা হলফনামার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সিভিল কনস্ট্রাকশনের ব্যবসায়ী সনৎ দে'র(বয়স : ৪৯ বছর) স্থাবর–অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ৪,৯০,৯৭,৯১৪ টাকা। সনৎ দে'র লাইবেলিটিস রয়েছে ৯০,৯৭,৯২৪ টাকা। বাঁকুড়া জেলার তালড্যাংড়া কেন্দ্রে বিজেপি দলের প্রার্থী গৃহশিক্ষিকা অনন্যা রায় চক্রবর্তীর স্থাবর–অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ২,৯৮,৫৯,২৮৭ টাকা সঙ্গে মোট লাইবেলিটিস রয়েছে ৪৯,৮৪,০০০ টাকা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী শ্যামল কুমার ঘোষের(বয়স : ৫৯ বছর) স্থাবর–অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ১,৬৯,৪৩,০৬০ টাকা। শ্যামল কুমার ঘোষের লাইবেলিটিস রয়েছে ২,২৪,৪৫,৩১০ টাকা।

৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে। যেখানে ২০ জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তারও বেশি। ৪২ জনের মধ্যে এক জন প্রার্থী ঘোষণা করেছেন শুধুমাত্র সাক্ষর। একজন প্রার্থী নিরক্ষর। আবার একজন প্রার্থীর ডিপ্লোমা রয়েছে। ৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন প্রার্থী হলফনামায় জানিয়েছেন, তাদের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। ২৩ জন প্রার্থী জানিয়েছেন তাঁদের বয়স ৪১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। ৫ জন প্রার্থী জানিয়েছেন তাঁদের বয়স ৬১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। অদ্ভুতরকম ভাবে ৪২ জন প্রার্থী মধ্যে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন মাত্র তিনজন। এই তিনজন হলেন বিজেপি দলের তালড্যাংড়া কেন্দ্রের প্রার্থী অনন্যা রায় চক্রবর্তী(বয়স : ৩৩ বছর), তৃণমূল কংগ্রেস দলের সিতাই কেন্দ্রে প্রার্থী সঙ্গীতা রায় (বয়স : ৫৩ বছর) আর নৈহাটি কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী শর্মিষ্ঠা দাস (বয়স : ৩৯ বছর)।

রাস্তা মেরামতের কারণে বন্ধ টয় ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি: নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী হেরিটেজ তকমা পাওয়া টয়ট্রেন চলাচল যে বন্ধ আছে তার সময়সীমা যাতে না বাড়ে সেই লক্ষ্যে এনজিপির এডিআরএম দ্রুততার সঙ্গে রেলওয়ে ট্র্যাক মেরামতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্প্রতি তিনি রংটং থেকে টিঙ্গারিয়া পর্যন্ত রেলের কাজ খতিয়ে দেখেন পাশাপাশি উক্ত মেরামতি কাজের সঙ্গে জড়িত ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এবং কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধেও পর্যালোচনা করেন। পূর্ব লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক কারণে রেললাইনে নিজ থেকে মাটি ঝালসে যাওয়ায় নতুন করে রেল পথ তৈরি করছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। ওই কারণে বর্ষার সময় থেকে এই ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেনের যাতায়াত বন্ধ আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ট্রেন চালানোর আপাতত বন্ধ আছে।

অকেজো সূর্যনগরের ঝরনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি: শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর মাঠ সংলগ্ন এক ঝরনা অনেকদিন ধরেই অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। এই বিকল ঝরনা নিয়ে পুরনিগমে জানানো হয়েছিল বলে জানান নাগরিকরা। তাদের আরো অভিযোগ গত বছর পুজোর মুখে এই ফাউন্টেন উদ্বোধন হয়, আবার পুজো চলে যাওয়ার পর খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে আর মেরামত হয়নি। ওয়ার্ডের পুরপিতা বলেন, এই বিষয়ে অবগত ছিলেন না তবে ইতিমধ্যেই দ্রুততার সঙ্গে মেরামত করে পুনরায় চালু করা হবে।

শীতের আগমনের প্রাক্কালে লেপ বানানোর ব্যস্ততা কারিগরদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর : পুরোপুরি শীত খুব একটা না থাকলেও শীতের আভাস ভালভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে এই নভেম্বর মাসে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে লেপ তৈরির ধুম। ব্যস্ততা বেড়েছে স্থানীয় ও বিহার থেকে আগত কারিগরদের। এরই মধ্যে বেশ কিছুদিন থেকে শেষ রাতে ও খুব সকাল পর্যন্ত শীত অনুভূত হচ্ছে। আর এ অনুভূতি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে বা পাড়ায় পাড়ায় প্রস্তুতি নিচ্ছে লেপ–তোশক বের করা সহ সেটি মেরামত বা নতুন করে তৈরির। কেউবা বাক্সবন্দি করে রাখা লেপ–তোষক বের করছেন ঠিক করার জন্য। আবার কেউ নতুনভাবে তৈরি করছেন, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন লেপ–তোষকের কারিগররা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেল কারিগরদের ব্যস্ততা। কারিগরদের টুংটাং আওয়াজ আর বাতাসে উড়ে বেড়ানো তুলা জানিয়ে দিচ্ছে শীত এসে গেছে। ফলে জেলার নানান লেপ–তোষক তৈরির দোকানগুলোতেও কারিগররা কাজে ব্যস্ত সময় পার করেছেন।

এছাড়াও জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজারে বিক্রি ও তৈরিতে কাটছে ব্যস্ত সময়। এক কারিগর জানান, এক সপ্তাহ আগেও তেমন কাজকর্ম ছিল না। গত এক সপ্তাহ ধরে ভোরের হালকা কুয়াশায় শীতের আমেজ আসতেই লেপ তৈরির অডার্র শুরু হয়েছে।

জেলার এক কারিগর আহমদ আলী বলেন, 'এখন কেবল শীতের একটু প্রবাহ শুরু। আর কয়েকদিন পর রাত–দিন সমান তালেই কাজ করতে হবে আমাদের। বর্তমানে পুরনো লেপ ভেঙে নতুনভাবে তৈরির অডার্রই বেশি পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে গামেন্টসের তুলা দিয়ে তৈরি লেপও বিক্রি হচ্ছে।' এদিকে বিহার থেকে আসা ধুনক মন্টু চৌধুরী জানান, 'এক সপ্তাহ হতে আমি প্রতিদনই প্রায় ৫–১০টি লেপ অর্ডার পাচ্ছি। আশা করছি এখন বিয়ের মাস, পাশাপাশি শীত। সেকারণে প্রতিদিন ২০–২৫টি অর্ডার পাব। আমার কাছে প্রতিটি লেপ ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত ৫ কেজি তুলা দিয়ে বানিয়ে বিক্রি করছি।' বিহার থেকে আসা কারিগর রাকেশ চৌধুরী জানান, 'আমরা শীত আসার শুরুতেই লেপ তোশক মোটামুটি অর্ডার পেয়েছি, অগ্রিম কিছু লেপ–তোশকও বানিয়ে রাখছি। সাধারণত অনেক ক্রেতা রেডিমেটভাবে এসব ক্রয় করে থাকেন।'

তিনি আরও জানান, এবার তুলার দাম একটু বেশি হওয়ার কারণে বড় লেপের দাম গত বছরের চেয়ে ১৫০ টাকা হতে ২০০ টাকা বেশি লাগছে। আবার সিঙ্গেল লেপে বেড়েছে ১০০ টাকা মত কারিগরদের মজুরিও এবার একটু বেশি বেড়েছে। তবে বলাই বাহুল্য শীত নিবারণ করতে সারা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষ এখন লেপ–তোষক বানাতে ব্যস্ত। আর ব্যাপক অর্ডার পেয়ে মুখে হাসি ফুটেছে কারিগরদেরও।

বুনিয়াদপুরে পালিত হল ছটপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুনিয়াদপুরে মহাসাড়ম্বরে ছটপুজোর অনুষ্ঠান পালিত করা হল। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে এখানে ছট পুজো রীতিনীতি মেনে পালন করা হচ্ছে বলে পুণ্যার্থীরা জানালেন। ভোরবেলা থেকে মহিলারা মাথায় কুলোর মধ্যে পুজোর সামগ্রী নিয়ে নদীর তীরে সমবেত হন। ছট পুজোর জন্য মহিলারা রাস্তায় দন্ডী কেটে ঘাটে আসেন। এর এক বিশেষ আকর্ষণ হল প্রসাদ অর্থাৎ ঠেকুয়া। আগে এই পুজো কেবলমাত্র বিহারী এবং মারোয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তাতে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করছেন। বুনিয়াদপুর পুরসভার পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য প্যান্ডেল এবং লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে নদীতীরে। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ এবং পুরসভার কর্মীরা ঘাটে মোতায়েন রয়েছেন। রাতে যাতে আলোর কোনরকম অসুবিধা না হয় সেই জন্য ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে।

আবাস যোজনার বাড়ি না মেলায় অবরোধ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের নিকট করলা ভ্যালি চা বাগানের শ্রমিকদের বাড়ির একাংশের নাম নাকি সরকারি আবাস যোজনার তালিকাতে নেই উল্লেখ্য উক্ত চা বাগানের শ্রমিকদের কাঁচাবাড়ি বসবাসের অযোগ্য এবং কি পাকা বাড়িতে তাদের কাছে স্বপ্ন এই নিয়ে তাদের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভ। এদিন শ্রমিকরা জলপাইগুড়ি আসাম মোর সংলগ্ন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ক্ষোভ জানান। তাদের দাবি, এই সরকারি প্রকল্প ভাবার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন করেছেন কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছেন মাত্র ৩৩ জনের নাম উঠেছে অবশিষ্ট ২০০ পরিবারের নাম নথিভুক্ত হয়নি।

ব্রিজ ক্ষতিপূরণ

প্রথম পাতার পর

শেষ পর্যন্ত আদালত ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেয়। সেই মতো ব্যবসায়ীদের একাউন্টে ঢুকছে টাকা,আর তাতে খুশির হাওয়া নামখানায়। এই টাকা আগামীদিনে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা পাবে বলে মনে করছেন বর্তমান নামখানা ব্যবসায়ী সমিতি এবং মনোজিৎ মাইতি। প্রায় পঞ্চাশ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের একাউন্টে টাকা ঢুকেছে বলে তাঁরা জানান।অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরাও আশায় আছেন।

তারাপীঠ সৃষ্টির

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত বামাক্ষ্যাপাও এই মন্দিরে নিয়মিত পুজো দিতেন। জনশ্রুতি তারাপীঠের তারা মা মুণ্ডমালিনী তলায় নরমুণ্ড মালা খুলে রেখে বিশ্রাম নিয়ে তারপর উদয়পুরে চামুণ্ডা কালীর মন্দিরে আসতেন। তারাপীঠ, মুণ্ডমালিনীতলা এবং উদয়পুর তিনটি তীর্থক্ষেত্র একটি ত্রিভুজ আকৃতির আকার নিয়েছে। যা তন্ত্রের কুণ্ডলিনীর মূল আধারে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে পরিচিত। কোথাও যেন একটা ত্রীদেবী সংযোগের সুর উপলব্ধি করা যায়। যারা সড়ক পথে তারাপীঠে আসেন তারাপীঠ যাবার পথে যেখানে তারাপীঠের গেট বা তোরণ টা অবস্থিত সেখানে উদয়পুর মোড় বলে একটি জায়গা আছে। বাঁদিকের রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই এই দক্ষিণা চামুণ্ডা কালীর প্রাচীন মন্দির চোখে পড়বে।

বাওয়ালি–সখের বাজার রাস্তা বেহাল, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার বাওয়ালি মোড় থেকে সখেরবাজার যাবার যে রাস্তা আছে, দীর্ঘদিন ধরে সেই রাস্তার বেহাল অবস্থায় নাজেহাল জনগণ। বাওয়ালি মোড় থেকে কিছুটা যাবার পরই পিচের রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। জলের পাইপ ফেটে গিয়ে এমনিতেই রাস্তা জলমগ্ন। আবার নর্থ বাওয়ালি এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় ওই এলাকার জলও এই ব্যস্ত রাস্তায় জমা হচ্ছে। বিভাস চক্রবর্তী বাড়ির পিছনে যে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল তার সংস্কারের অভাবে মজে গেছে জনগণের অসচেতনতায়। এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। একাধিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও যাতায়াত করে। সখের বাজার একটি জনবহুল ব্যবসায়িক কেন্দ্র। প্রচুর মানুষ এখানে সবজি মাছ সহ অন্যান্য জিনিস কিনতে যায়। সাধারণ মানুষরা দাবি করছেন, অবিলম্বে এই রাস্তা সংস্কার করা হোক। সাউথ বাওয়ালি এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি এই প্রসঙ্গে জানালেন, আসলে নর্থ বাওয়ালি এলাকার একটি অংশের নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় ওই এলাকার জল এই রাস্তার মধ্যে এসে জমা হয়ে যাচ্ছে। সাউথ বাওয়ালি এলাকার যে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে তা ঠিকই আছে। আমরা এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে জানিয়েছি। তারই তৎপরতায় খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে। বাওয়ালি মোড় থেকে সখেরবাজার পর্যন্ত এই রাস্তায় পেপার ব্লক করা হবে। রাস্তা ১৫ ফুট চওড়া ও হবে। কাজ শুরুর টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে নর্থ বাওয়ালি এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থকেও ঢেলে সাজানো হবে।

জমে উঠেছে জয়নগর ও বারুইপুরের একাধিক জগদ্ধাত্রী পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: জগদ্ধাত্রী উৎসবে মাতলো জয়নগর ও বারুইপুর। ইদানিং জয়নগর ও বারুইপুরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা দিয়েছে।অনেক পুজো মণ্ডপে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর রাতে উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সড়ক অভিনব আলোক সজ্জায় ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জয়নগরের সরবেড়িয়া সাহা পাড়া গ্রামবাসীদের পুজো এবার ২৫ বছরে পড়েছে। মায়ের সাবেকী রুপ তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে।পুজো কে ঘিরে বেলিয়াচন্ডী থেকে সরবেড়িয়া পর্যন্ত রাস্তার দুধারে গেট করে আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে।টি এস সনাতন স্কুল মাঠে এই উপলক্ষে মেলা বসে গিয়েছে। বর্তমানে এখানে মায়ের মন্দির ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।এবারে এই পুজোর উদ্বোধন করেছেন বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী নিষ্ঠানন্দজী মহারাজ,বিধায়ক বিভাস সরদার সহ আরো অনেকে। জয়নগর মজিলপুর পৌরবাসীদের উদ্যোগে পৌরসভার সামনে চতুর্থ বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ সূচনা হয় রাতে এদিন এই পুজোর উদ্বোধন করেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এর সম্পাদক আমি সদানন্দজী মহারাজ, বারুইপুর মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার তিলি পাড়ায় ৭ ও ১৪ র পল্লীবাসীদের উদ্যোগে এবার ৫২ বছরের জগদ্ধাত্রী পুজো সাবেকিয়ানার ছোঁয়া।

দও বাজার ফুলবাগানের পুজোও জমজমাট। বারুইপুরের চম্পাহাটি ঘোষপুর শক্তি সঙ্ঘের পুজো ৪৬ বছরে পা দিয়েছে। চম্পাহাটি প্রভাতীর পুজো ৫০ বছরে পড়েছে। সাবেকিয়ানা থেকে মূল বিষয় করে মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

চন্দননগর ক্লাসিক জগদ্ধাত্রী সম্মান ২০২৪ সহযোগিতায় আলিপুর বার্তা কলকাতা জাতীয় যোগাসনে পিয়ালী বসাকের ক্ষুদে সন্তানের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছে।

আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছে অধ্যাপক রামদাস রায় এবং মলয় সুর ও সাগর দাস

গুপ্তিপাড়া জগদ্ধাত্রী পূজার গাইড ম্যাপ প্রকাশ

সুব্রত মণ্ডল : অবিভক্ত বাংলার প্রথম বারোয়ারী শ্রীশ্রী বিন্ধ্যবাসিনী জগদ্ধাত্রী পূজাকে কেন্দ্র করে প্রায় ২২টি জগদ্ধাত্রী পূজা হয় গুপ্তিপাড়ায়। এই উপলক্ষ্যে, ৫ নভেম্বর বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়ার একটা বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেমিনার হলে গুপ্তিপাড়ার জগদ্ধাত্রী পূজা ও নিরঞ্জন শোভাযাত্রা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রশাসনিক সভা। প্রকাশ করা হয় গাইড ম্যাপ। এই সভায় হুগলি জেলা পুলিশ গ্রামীণের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কোনরকম ডিজে বা উচ্চ ক্ষমতা ও নির্ধারিত মাত্রার বেশি মাইক বাজানো যাবে না। শব্দবাজীও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমস্ত সরকারি নিয়ম কানুন মেনে পূজা উদযাপন করতে হবে। উপস্থিত ছিলেন, বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক বর্তমানে রাজ্য এসটিএসসি, ওবিসি বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান অসীম মাঝি, হুগলি জেলা পুলিশ গ্রামীণের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, ওসি বলাগড় রাজকিরন মুখার্জী,

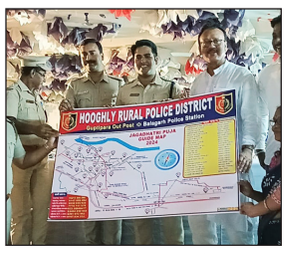

আইসি গুপ্তিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি সুব্রত দাস, ওসি ফায়ার বাঁশবেড়িয়া ইমানুর হোসেন, বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল, জিআরপি বিদুৎ দপ্তরের আধিকারিক, গুপ্তিপাড়া ১নম্বর ও ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান সহ বিশিষ্ট জনেরা। এলাকার সমস্ত বারোয়ারী ও ক্লাব এর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। গুপ্তিপাড়া জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি গুলির প্রতিনিধিরা তাদের সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত বিষয় গুলি উল্লেখ করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হবে বলে আধিকারিকরা জানান।

আলিঙ্গনের জগদ্ধাত্রী পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বিখ্যাত, দূরদুরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ গিয়ে থাকেন চন্দননগরের। শিলিগুড়িতেও কিন্তু বেশ কয়েকটি জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। তার মধ্যে রয়েছে আলিঙ্গনের জগদ্ধাত্রী পুজো, এবারে তাদের পুজো ১৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল। পুজোর কয়েকদিন বেশ কিছু কর্মসূচি হয়ে থাকে। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, অলক চক্রবর্তীসহ আরো বিশিষ্টজনেরা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া :এ বছরও প্রত্যেক বছরের মত পুজোর কয়েকটাদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এবারে তাদের পুজোমণ্ডপ হয়েছে মায়াপুরের মন্দিরের অনুকরণে।

সাইবার ক্রাইম : প্রতারিত এমবিএ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেঙ্গালুরুতে এমবিএ পড়তে গিয়ে প্রতারিত হল বীরভূম জেলার কিনাহার থানার কড়েয়া গ্রামের ছাত্রী করবী রায়পাল। পেমেন্ট অ্যাপের মাধ্যমে দুইদফায় ১,০৫,০০০ টাকা গায়েব হয়ে যায়! ২ নভেম্বর তিনি লিখিত অভিযোগ করেছেন কীর্ণাহার থানায় আর তারপরেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় দায়ের হয়েছে এফআরআই। অভিযোগ গিয়েছে সাইবার ক্রাইম বিভাগেও। প্রশ্ন উঠছে কি এমন ঘটনা ঘটলো যারফলে লক্ষাধিক টাকা নিমেষেই ট্রান্সফার করে দিলেন প্রতারকদের তাহলে কি কোনো দুর্বল জায়গা বেছে নিয়েছিল প্রতারকরা? এক্ষেত্রে এমন এক তথ্য উঠে আসছে যা শুনলে আতঙ্কিত হবেন আপনারাও। করবি দেবীর বোনঝি রাহি পাল ব্যাঙ্গালোরে এমবিএ পাঠরতা আর এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে ফোন করা হয়। জানানো হয় ব্যাঙ্গালোরে হোস্টেলে রাহি পাল কয়েকজন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ড্রাগ ও রেপ কেসে জড়িয়ে পড়েছে, ব্যাঙ্গালোর ক্রাইম পুলিশের হাতে আটক রয়েছে সে এক্ষেত্রে তাকে ছাড়তে হলে ৬০০০০ টাকা পাঠাতে হবে এমনকি ফোনে কথাবার্তা চলাকালীন মহিলা কণ্ঠের কান্নার আওয়াজও শুনতে পান তারা আর এতেই রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পেমেন্ট অ্যাপের মাধ্যমে ৬০০০০ টাকা পাঠিয়ে দেন, তবে এখানেই শেষ নয় তারপরে দাবি করা হয় আরো ৪৫০০০ টাকা দ্বিতীয় দফায় সে টাকাও পাঠিয়ে দেন ভুক্তভোগী পরিবার। কথার মারপ্যাঁচের পাশাপাশি এমন আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যাতে কোনরকম চিন্তা ভাবনার সুযোগই পাননি করবী দেবীরা এমনটাই জানিয়েছেন তারা। তবে এরপরই রাহি পালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় নিরাপদেই রয়েছে সে, স্বভাবতই করবী রায়পাল ও তার পরিবার জানতে পারেন ভয়ংকর প্রতারণার শিকার হয়েছেন তারা। কালবিলম্ব না করে কীর্ণাহার থানায় জানানো হয় অভিযোগ।

ছবি : অরুণ লোধ

আবাস মামলায় হাইকোর্টের নজিরবিহীন রায়

পেশ করতে হবে বিডিও ও প্রধানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : হাইকোর্টের রায়ে আবাস নিয়ে আশার আলো দেখছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের সুখসাগর গ্রামের কয়েকজন উপভোক্তা। অভিযোগ, আবাস যোজনায় তালিকাভুক্ত উপভোক্তাদের টাকা চলে যাচ্ছে অন্য অ্যাকাউন্টে। সেই ঘটনা নিয়ে ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখসাগর গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।উল্লেখ্য ২০২১ সালে আবাস যোজনায় নাম উঠেছিল সুখসাগর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা মামুদ আলি মোল্লা, সেলিম মোল্লা ,আক্রম মোল্লা, সামসুল মোল্লা,সিরাজুল

মণ্ডলদের।সূত্রের খবর, তালিকায় নাম ওঠার পর সরকারি ভাবে সার্ভেও করা হয়েছিল এলাকায়। অন্যদের অ্যাকাউন্টে টাকা এলেও টাকা আসেনি তাদের। মহাবিপাকে পড়ে স্থানীয় ইটখোলা পঞ্চায়েত প্রধান সুতপা নস্করের দ্বারস্থ হয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য দরবার করেন। সমস্যার কথা জানানো হয় ক্যানিং ১ নম্বর বিডিওকেও। প্রশাসনের তরফে কোনও সহযোগিতা মেলেনি বলে অভিযোগ। কোনও উপায় না পেয়ে অবশেষে সুবিচারের আশায় ২০২৩ সালে বঞ্চিত উপভোক্তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। নড়েচড়ে বসে হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি রবি কিষান কাপুর অবিলম্বে এই বিষয়ে প্রশাসনকে অ্যাকশান নেওয়ার নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের বিডিও ও ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর তলব করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। যদিও রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, ভুল করে ওই ৫ জনের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। সূত্রের খবর, সেই যুক্তিতে খুব একটা পাত্তা দেয়নি কোর্ট। পাল্টা 'ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি' বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। অবশেষে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের পরে আপাতত টাকা পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন বঞ্চিত সুখসাগর গ্রামের উপভোক্তারা। যদিও ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুতপা নস্করের দাবি, 'তার কাছে সবটাই যেন ধোঁয়াশা। কিছুই জানেন না।' এখন দেখার বিষয় হাইকোর্টের রায়ে কবে সুখ ফেরে আবাস বঞ্চিতদের

তোলাবাজির অভিযোগে

প্রথম পাতার পর

'দিদিকে বলো'তে অভিযোগ করলে নবান্ন থেকে বিষয়টি দেখার জন্য বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেওয়া হয়। বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রিকি আগরওয়ালের নেতৃত্বে কীর্ণাহার থানার ওসি শেখ আশরাফুলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও সুমিত্রা ঘোষকে নিজের দপ্তরে ডেকে বিষয়টি খোঁজ খবর নেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ওসি ১ লক্ষ টাকা চাইলে আমি বলি এত টাকা দিতে পারব না তখন বড়বাবু ৫০ হাজার টাকা দিতে বলে। সেটাও দিতে পারব না বলি। তখন ২০ হাজার টাকায় রফা হয় তারমধ্যে ১০ হাজার টাকা দিয়েছি। বাকি টাকা দিতে পারি নি তাই আমাকে তুলে নিয়ে এসে সারারাত লকআপে রেখে মারধর করে। স্ত্রী সুমিত্রা ঘোষ বলেন, 'আমার স্বামীকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করছিল। সারারাত আটকে রেখেছিল। কোনও উপায় না–দেখে আমি দিদিকে বলো'তে ফোন করে অভিযোগ করেছি। আমি চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি দেখুন। সমাধান করে দিন।'

পথশ্রী দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল

প্রথম পাতার পর

আত্মসাৎ করেছে প্রধান ও তার দলবল এমনটাই অভিযোগ। একাধিক স্কিমের অভিযোগ থাকলেও তিনটি জায়গার তদন্তে করে জেলাশাসকের পক্ষ থেকে। উত্তর কুসুম পঞ্চায়েতের মূলত তিনটি রাস্তার তদন্তে করতে আসে জেলা প্রশাসন এর ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল। উত্তর কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার রাস্তা খাতায় কলমে ঢালাই রাস্তা থাকলেও কাজ হয়নি। অন্যদিকে মুজিবর মোল্লার বাড়ি থেকে কলাপাড়া পর্যন্ত পুকুরের পাইলিং সহ প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা যেটা খাতায় কলমে ঢালাই রাস্তা থাকলেও এখনো পর্যন্ত মাটির কাঁচা রাস্তা বর্ষার সময় বেহাল হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে আফসার মোল্লার বাড়ি থেকে তফজিল গাজীর বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মিটার রাস্তা মাটির বেহাল দশা সেই রাস্তার কোন ঢালাই রাস্তা কাজ হয়নি অথচ উঠে গিয়েছে টাকা। এমনই অভিযোগ করলেন এলাকার বাসিন্দারা ও পঞ্চায়েত সদস্য।

স্থানীয় ও পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি এছাড়া একাধিক রাস্তার কাজ না করে টাকা উঠে গেছে, সমস্ত অভিযোগ তদন্ত করেনি প্রশাসন কেবল তিনটি জায়গায় তদন্ত করেছে। একাধিক স্কিমের এইভাবেই দুর্নীতি হয়েছে যেগুলো নিয়ে তারা পরবর্তী সময় আবারও সরব হবে বলে জানান।

এই বিষয় নিয়ে বর্তমান প্রধানের দাবি যে সমস্ত আধিকারিকেরা আজ তদন্ত করতে এসেছিল তাদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা তিনি করেছেন, তবে প্রাক্তন প্রধানের সময় এই পুরো দুর্নীতিটা হয়েছে এর বেশি তিনি আর কিছুই জানেন না।

তবে এই সমস্ত অভিযোগ যার বিরুদ্ধে উত্তর কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কুতুবুদ্দিনের দাবি বর্তমান পঞ্চায়েতের প্রধান বিরোধী দলের যে কারণে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে চক্রান্ত করে বদনাম করার চেষ্টা করছে। এমনকি তার দাবি সমস্ত রাস্তার এই কাজ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে তা সম্পূর্ণ ভুল মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার একাধিক পঞ্চায়েতের মধ্যে সবথেকে বেশি কাজ হয়েছে উত্তর কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতে এমনটাই দাবি প্রাক্তন প্রধানের। তবে এ বিষয়ে তদন্তকারী আধিকারিকরা সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি।

কালীপুজোয় কলকাতা জুড়ে দুষ্কৃতীদের লাগামহীন তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: অসামাজিক তাণ্ডবের ব্যাধির সংক্রমণ এখন মফঃস্বলের সীমানা ছাড়িয়ে রাজ্যের রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমাগত গণ্ডগোলের এই মহানগর কেন্দ্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কারণ হিসেবে শাসকদলের মদত ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করছেন কলকাতাবাসীর একাংশ। সমাজবিরোধীদের এই যথেচ্ছ দাদাগিরির রসদ হিসেবে সদ্য সমাপ্ত কালীপুজোর আয়োজনকারী ক্লাব, শব্দবাজি, মদ সেবনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলি তাণ্ডবের উষ্কানিতে সলতে পাকিয়েছে।

পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করেছে যে সমাজবিরোধীদের আক্রমণ থেকে বাদ যাননি প্রবীণ সাংবাদিকও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর এলাকার ঝিলপাড় লাগোয়া অঞ্চলে সপরিবারে বসবাস করেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক বিবেকানন্দ মিত্র। পার্শ্ববর্তী সবুজ সাথী ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার রাতে কালীপুজোর ভাসানপর্ব চলতে থাকে। ঠিক তখনই স্থানীয় এক যুবক ওই সাংবাদিকের বাড়ির চত্বরে জ্বলন্ত শব্দবাজি ছুঁড়ে দেয়। বাড়ির সদস্যরা প্রাথমিকভাবে এই ঘটনার পর উক্ত যুবককে সতর্কও করে দেন। কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুনরায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একই কাণ্ড ঘটায় সেই যুবক। এই অসহনীয় পরিস্থিতির প্রতিবাদ করতে গেলে সাংবাদিকের পরিজনদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে যুবকটি। ক্রমেই তা

হাতাহাতির আকার ধারণ করে। ক্ষুব্ধ বিবেকানন্দবাবু বলেন, কালীপুজোর আয়োজক ক্লাবটি শাসকদলের ঘনিষ্ঠ আর ওই যুবকটি মদ্যপ অবস্থায় আমার ঘরের মধ্যে শব্দবাজি ছুঁড়েছে একপ্রকার গায়ে পড়ে। আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।'

একই সময়ে এন্টালিতেও ওই শব্দবাজি ফাটানো নিয়ে ব্যাপক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। সেখানে শব্দবাজি লাগামহীন পর্যায়ে লাগাতার ফাটাতে থাকলে তাঁর মা অসুস্থ, এই বলে প্রতিবাদ করেন এলাকার এক যুবক। উল্টে তাঁকে বেধরক মারধর করে দুষ্কৃতীরা। এমন ভয়াবহ অবস্থার কথা জানিয়ে পুলিশের কাছে নালিশ জানাতে গেলে পুলিশ বিষয়টা আপোষে মিটিয়ে নেবার পরামর্শ দেয় প্রথমে। কিন্তু আক্রান্ত যুবক লিখিত অভিযোগ দায়েরে অনড় থাকলে পুলিশ পরিশেষে ২ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, রাস্তায় বসে মদ খাবার প্রতিবাদ করলে এক যুবকের মাথা ফাটিয়ে দেয় সমাজবিরোধীরা। ক্লাবঘরও চুরমার করে দেয় তারা। পুজোর মণ্ডপও তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। শাসকদলের এক পুরমাতার বিরুদ্ধে উক্ত সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেওয়ার কথা জানিয়েছেন কিছু এলাকাবাসী। এই ঘটনার সূত্রপাত কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর কলোনির। এক্ষেত্রেও পুলিশ প্রথম দিকে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু এলাকার বাসিন্দাদের প্রবল চাপে পুলিশ শেষমেশ অভিযোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডে গড়িয়া নবগ্রাম ঝিল রোডের পাশে ঠাকুর বিসর্জনের সময় শব্দবাজির তিব্রতায় একটি বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে যায়। একে কোনও বিষ্ফোরক বলেও মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগের দায়ের পরে তদন্ত করছে পুলিশ।

রাস্তায় জঞ্জাল ফেললে এবার 'স্পট ফাইন'

বরুণ মণ্ডল : সম্প্রতি কলকাতা পৌরসংস্থার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট– ১ ডিপার্টমেন্ট 'স্পট ফাইনের ব্যবস্থা চালু করেছে। কলকাতা স্থায়ী বাসিন্দার পাশাপাশি মতো প্রতিদিন বাইরে থেকে লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে আসে এই মেগা শহরে। এদের ফেলা জঞ্জাল প্রতিনিয়ত কলকাতা পৌরসংস্থার কর্মীরা সাফাই করে কলকাতাকে জঞ্জালমুক্ত করে চলেছে। সঙ্গে ডোর টু ডোর মর্নিং কালেকশনের কাজও পুরোদমে চলছে। তাসত্ত্বেও কলকাতার রাস্তায় যত্রতত্র জঞ্জাল ফেলা রোখাযাচ্ছে না তাই কলকাতা পৌরসংস্থা এবার মনে করছে 'স্পট ফাইন লাগু হলে একদিকে যেমন পৌরসংস্থার আয়ের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি অবাধ্য নাগরিককে সচেতন করার প্রক্রিয়াও বজায় থাকবে।

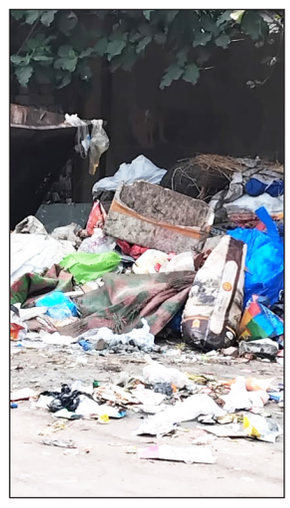

এক্ষেত্রে উত্তর কলকাতার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার বক্তব্য, 'আমি যে অঞ্চলের পৌরপ্রতিনিধি তৎসংলগ্ন বৃহত্তর যে বড়বাজার অঞ্চল আছে সেখানে নিত্য প্রচুর মানুষ কলকাতা বাইরে থেকে জীবিকার সন্ধানে আসে এবং প্রচুর মানুষ যাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ডে কিছুতেই কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের যোগসূত্র নেই তারা কলকাতা শহরকে 'স্টেপিং স্টোন হিসাবে ব্যবহার করে। কলকাতা শহরের পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাদের কোনও দয়ামায়া নেই তারা পৌরসংস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আবর্জনা ছড়িয়েছিটিয়ে ফেলে শহরকে নোংরা করছে। শুধু তা-ই নয় আমাদের মূল্যবান জল আলোসহ সমস্তরকম পৌর পরিষেবা এরা গ্রহণ করছে। একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, অনেকের হয়তো প্রপার ট্রেড লাইসেন্সও নেই। এক্ষেত্রে বর্তমানে যে স্পট ফাইনের স্ল্যাব তৈরি হয়েছে তা যথোপযুক্ত।' ইলোরা দেবীর প্রস্তাব, 'স্পট ফাইনে ফার্স্ট স্ল্যাব রেট ৫৮০ টাকা, সেকেন্ড স্ল্যাপ রেট ৭২০ টাকা, থার্ড অ্যান্ড লাস্ট স্ল্যাব রেট ১,০৮০ টাকা ধার্য করা হোক। আর এই 'স্পট ফাইন সংক্রান্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ওয়ার্ড চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের মাধ্যমে নগদে রসিদ কেটে টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু এই নগদ লেনদেন হস্তান্তরের মধ্যে যে অস্বচ্ছতা আছে, সেটা দূর করতে যদি কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে 'কিউআর কোড স্ক্যানারের মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কলকাতার নাগরিক ও এসডব্লুএম –ওয়ান ডিপার্টমেন্টের মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। আর ফাইনের সংগৃহীত অর্থও সরাসরি পৌর কোষাগারে জমা পড়বে।

এবিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, কলকাতা শহরে ব্যবসা সংক্রান্ত এলাকায় সন্ধেবেলায় জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা আছে। লক্ষ্য করা গেছে কলকাতার ব্যবসা প্রধান অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রবণতা আছে ব্যবসার শেষে ব্যবসা সংক্রান্ত ময়লাটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া। কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর সারা কলকাতা জুড়ে ২৪০ লিটার বিনের ব্যবস্থা করেছে। সেই বিনের ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য আলাদা গাড়িও আছে। তাসত্ত্বেও কিছু মানুষ রাস্তায় ময়লা ফেলে যাচ্ছে। যেজন্যই পৌরসংস্থার তরফ থেকে আইনানুযায়ী পেনাল্টি প্রভিশন করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য মানুষকে প্রথমে ভালোভাবে বোঝাও, মোটিভেট করো, তাসত্ত্বেও যে মানুষগুলো বুঝতে চাইছে না তাদেরই কেবল ফাইনের আওতায় নিয়ে এসো। প্রয়োজনে তাকে মিউনিসিপ্যাল কোর্টে টেনে আনো।

দেবব্রতবাবু আরও বলেন, 'আমি সিইওদের ও এডিদের নির্দেশ দিয়েছি, স্পট ফাইন করার আগে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিতে। যেখানে যেখানে প্রয়োজনে সেখানে সেখানে ফাইন করা। সিইওদের কাছে ফাইনের জন্য ফর্ম আছে, সঙ্গে রিসিপ্টও আছে। আর অনলাইনে পেমেন্ট নিয়ে ইলোরা সাহা যা বলেছেন তা একেবারেই যুক্তিযুক্ত। আমার দপ্তরও এই বিষয়ে সহমত। সেবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। যদি আইটি দফতর অনলাইনে পেমেন্ট করার ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে স্পট ফাইন কালেকশনে সুবিধা হবে। কারণ রিসিপ্ট কাটাকাটি নিয়ে সমস্যা আছে। যদি ডাইরেক্ট পেমেন্টের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে অত্যন্ত ভালো পদক্ষেপ হবে।'

দীপাবলিতে বাজার পরিষ্কার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৪ 'দিওয়ালি উইথ মাই ভারত' শীর্ষক এক কর্মকাণ্ড নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। এর মধ্যে একটি হল বাজার পরিষ্কার কর্মসূচি। অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এই কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করেন দেশের ৫০০টি জায়গায়। নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর কলকাতার তত্ত্বাবধানে অমিয়বাবু বাজার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ২৯ অক্টোবর স্বচ্ছতা অভিযানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর কলকাতার আধিকারিক প্রিয়াঙ্কা ঘোষসহ বাজার সমিতির কর্মকর্তা ও নেহরু যুব কেন্দ্রের উত্তর কলকাতার স্বেচ্ছাসেবকরা।

ই–রিকশার হিরোগিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বাজার মাত করতে কলকাতায় এসেছে খ্যাতিসম্পন্ন হিরো কোম্পানির রকেট ইভি ই–রিকশা। ওজনে হালকা কিন্তু জানদার। হিরো সাইকেল বা দু–চাকা গাড়ির যাঁরা ব্যবহার করেন নতুন করে হিরো ব্র্যান্ডের পরিচয় করানোর নেই। ফাইবার গ্লাস ও স্টিল আয়রনে তৈরি এই ই–রিকশা। এই মুহূর্তে কলকাতার বাজারে পাঁচ হাজার রিকশা বিপণনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়েছে। সোমবার কলকাতার স্ট্যান্ড রোডে নতুন অফিস প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রকেট ভি সংস্থার এম ডি আপনজিৎ সিং, সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ও সিওও পবন চৌধুরী, হিরো মোটর কোম্পানির সিইও এন পি গুপ্তা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহিত রত্নামণি। হিরো মোটরের সিইও এন পি সিং বলেন, আমাদের সমীক্ষা বলে ভারতীয় বাজারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ বাজারে সবার সেরা। আমাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে পণ্য পরিষেবায় সেরা জিনিসটি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিই। হিরো মোটরের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহিত রত্নামণি বলেন, পূর্বাঞ্চলের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার মাটিতে আমরা সেরা প্রযুক্তি দিয়ে থ্রি হুইল ই–রিকশা ও বৈদ্যুতিন ট্রাই সাইকেল নির্মাণ করছি।

হুগলি নদী ভাঙনের কবলে উত্তর, চিন্তা পুরপ্রশাসনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা মহানগরীর জনজীবনে হুগলি নদীর একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু একদিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে হুগলি নদীর জলস্তর দ্রুত নামছে এবং অন্যদিকে হুগলি নদীর পাড় ভাঙনের কারণে অনেক সময় হুগলি নদীর জল শহরে ঢুকে পড়ছে। তাছাড়াও হুগলি নদীর দূষণও ভীষণ রকম ভাবনার বিষয়। সব কারণে শহরবাসীর স্বাভাবিক জনজীবনও ব্যাহত হচ্ছে এবং মাটির চরিত্র বদলে যাচ্ছে।

কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে, এই মহানগরীর উত্তর ও মধ্য অংশে হুগলি নদীর ভাঙনের বিষয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে কলকাতা পৌরসংস্থাকে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদের মতামতানুযায়ী এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় একটি রূপরেখা তৈরি করার অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ প্রসঙ্গেঁ ১৩ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা ১১৫ তথা নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রত্না সুর বলেন, সম্প্রতি টলিনালা ড্রেজিংয়ের পর পাড়ের ভূমি ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে। টলিনালার পাশের বস্তিবাসীদের ঘরবাড়িতে ফাটল ধরা শুরু হচ্ছে। টলিনালার পাড়ে অনেকের নিজস্ব জমি আছে। অতি দ্রুততার সঙ্গে সিরিটি মোড় থেকে করুণাময়ী মোড় পর্যন্ত টলি নালার অংশের পাড়ে একটা কংক্রিটের বাঁধন দেওয়া দরকার। তা না হলে অতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটা ধসে যাবে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'হুগলি নদীর দুই পাড় রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট ট্রাস্টের। কলকাতা পৌরসংস্থা যদি এই হুগলি নদীর পাড়ে একটা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করতে যায়, তখন রীতিমতো ফিজ জমা দিয়ে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট থেকে অনুমোদন নিতে হয়। এই হুগলি নদীর ভাঙন থেকে রক্ষার পুরোটার দায়িত্ব হচ্ছে সেন্ট্রাল ইরিগেশন্ ডিপার্টমেন্ট এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের। কলকাতা পৌরসংস্থার এখানে কিছু করার নেই। হুগলি নদীর ভাঙন থেকে রক্ষার বিষয় কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ও কেন্দ্রীয় ইরিগেশন্ ডিপার্টমেনটকে একাধিকবার চিঠিপত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু খুব একটা আশানুরূপ কাজ হয়নি। হুগলি নদীর কলকাতা মহানগরীর দিকের পাড়টা একেবারে ব্যারাকপুর থেকে বজবজ পর্যন্ত ভাঙন হচ্ছে আর হাওড়া জেলার দিকটায় পলি পড়ে যাচ্ছে। হুগলি নদীর গতিপথের পরিবর্তন হচ্ছে। নিমতলা ঘাটের কাছে ভাঙন বড়ো আকার নিয়েছে। পোর্ট ট্রাস্টকে এবিষয়ে জানানো হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন হয়েছে।' তাঁর দাবি, হাওড়ার দিকে পলি ডিসিল্টিং করতে হবে। হাওড়ার দিকে পলি জমা হওয়ায় হুগলি নদী কলকাতার দিকে পাড়কে গ্রাস করছে। ডিসিল্টিং হলে গঙ্গা সাধারণ নিয়মে বইবে। হুগলি নদীর ডিসিল্টিং হয়নি বলেই কলকাতা দিকে ভাঙনটা হচ্ছে। আগামী দুবছরের মধ্যে আদিগঙ্গার পাড়ের ভাঙন রোধ করা হবে। গার্ডওয়াল তৈরি হবে।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত ১৬৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয় ঘিরে গর্বিত এলাকাবাসী

দেবাশিস রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত ১৬৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়কে নিয়ে আজও গর্বিত এলাকাবাসী। তবে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এই বিদ্যালয়ে এখনও একাধিক পরিকাঠামোর যথেষ্টই অভাব রয়েছে। যেকারণে বিদ্যালয়ের হাজার দেড়েক শিক্ষার্থী উন্নততর শিক্ষালাভের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যত পিছিয়ে পড়ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি এলাকাবাসীর অনেকেই এবিষয়ে প্রশাসনের যথাযথ হস্তক্ষেপের দাবিতে সরব।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ঐতিহ্যবাহী হাইস্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)। জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী পুরশহর দাঁইহাটের বুকে এই স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৫ সালের ২৯ অক্টোবর। সেই সময়কালের বর্ধিষ্ণু জনপদ তথা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বঙ্গদেশে দাঁইহাটের বেশ নামডাক ছিল। কাঁসা পিতল শিল্প, প্রস্তর সহ দারু ভাস্কর্য শিল্পকর্ম, আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে দাঁইহাট (একদা ইন্দ্রাণী) দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানকারই শিল্পী নবীন ভাস্করের হাতে প্রস্তর নির্মিত দেবী ভবতারিণীর মূর্তি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজও বিরাজমান। একদা এখানকার কাঁসা পিতলের শিল্পসামগ্রীর কদর ছিল সর্বত্র। তবে, সেসব শিল্পের এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। এমন একটি জনপদের টানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ একসময় দাঁইহাট শহরে পদার্পণ করেছিলেন। পুণ্যতোয়া

ভাগীরথী তীরবর্তী এই ইন্দ্রাণী জনপদ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলিতেও ধন্য হয়েছিল বলে শোনা যায়।

এমন একটি বর্ধিষ্ণু জনপদে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের হিতার্থে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে চারা রোপণ করেছিলেন সেটাই দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয় নামে বর্তমানে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয়ের একাধিক প্রাক্তন ছাত্র এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে চিকিৎসক, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, সফল উদ্যোগপতি সকলেই এলাকার মুখ উজ্জ্বল করছেন। ২০২৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মেধাতালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছিল বিদ্যালয়েরই এক কৃতী ছাত্রী। এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পর্যন্ত পঠনপাঠন চলে। শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র ও ছাত্রীদের একত্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। একদা বাণিজ্য বিভাগেও পঠনপাঠনের সুযোগ ছিল। এখন সেই বিভাগ চালু নেই। পাশাপাশি যুগোপযোগী কোনও ভোকেশনাল কোর্সে পড়ারও সুযোগ নেই। স্কুলে পড়ুয়ার চাপ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু পড়ুয়াদের যথাযথভাবে শিক্ষাদানের জন্য স্কুলের পুরনো আমলের ঘরগুলিতে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। পড়ুয়া অনুযায়ী পর্যাপ্ত শিক্ষকও নেই।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোহর দাস বলেন, যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য আমার স্কুলে এইমুহূর্তে একটি ডিজিটাল ক্লাসরুম কাম অডিটোরিয়ামের খুবই প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্স জরুরী। ল্যাবরেটরির আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তথা বিদ্যালয়েরই সহ শিক্ষক সুজয় ঘোষ বলেন, দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো মনীষীর নাম। স্বাভাবিকভাবেই এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়কে নিয়ে সকলের মতো আমারও তো গর্ব হবেই।

বার্তা

অমান্য : কলকাতা পুলিশের নো পার্কিং নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে চলছে দেদার পার্কিং। ফি'র নামে চলছে তোলাবাজি। **ছবি :** সুশান্ত নাথ

নিবেদন : মা গঙ্গা ও সূর্যদেবের কাছে ছটপুজোর প্রার্থনায় শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনা আদিগঙ্গার ঘাটে। **ছবি :** সুমন সরদার

জয় মা কালী

প্রগতি সংঘের উদ্যোগে বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : প্রত্যন্ত সুন্দরবন। গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত লাহিড়ীপুর পঞ্চায়েতের চরঘেরী গ্রামে। প্রগতি সংঘের উদ্যোগে বিগত ৩০ বছর ধরে চলে আসছে কালি পুজো। পুজোর পাশাপাশি এলাকায় অসহায় মানুষের সেবায় প্রগতি সংঘ নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। বুধবার রাতে এলাকার কয়েক হাজার মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। পাশাপাশি এলাকায় যাতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করা যায় তারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সজনেখালি রেঞ্জের রেঞ্জার সাবির আনসারি, কোলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজের সায়ন্তন দাস পুরকায়স্থ, গুঞ্জন কর্মকার, সমাজ সেবী সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, লাহিড়ীপুর পঞ্চায়েত প্রধান কবিতা সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

কালীঘাটে পুজো দিতে দর্শনার্থীদের ভিড়। ছবি : অঞ্জলি মণ্ডল

৯৩ বছরে রয়্যাল ক্লাবের শ্যামাপূজা

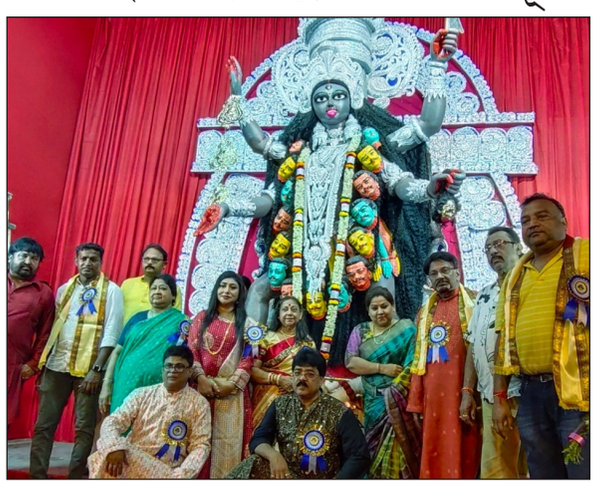

শঙ্কর ঘোষ : গত বুধবার কলকাতার বিখ্যাত রয়েল ক্লাবের শ্যামা পূজা ৯৩ বছরে পদর্পণ করলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও প্রতিমার আবরণ উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টজনেরা। এদের মধ্যে ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল, সুমিত গাঙ্গুলী, শিল্পী চক্রবর্তী, ফুটবলার সংগ্রাম মুখোপাধ্যায় সহ আরো অনেকে। রয়্যাল ক্লাবের সভাপতি কল্যাণ ভট্টাচার্য সহ এই ক্লাবের বিশিষ্ট পদাধিকারীরা দেবব্রত দাস, সঞ্জীব ঘোষ সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। অসাধারণ সুন্দর প্যান্ডেল ও মাতৃমূর্তি সকলের প্রশংসা এবং মন কেড়ে নেয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের যে উপহার প্রদান করা হয় তাও এক কথায় অভূতপূর্ব। অতিথিদের কথায় ,গানে ও জনসমাগমে রয়্যাল ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জমে উঠেছিল।

হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গড় বালিয়া সোনালী শিবিরের ৫৪ তম বর্ষের প্রতিমা।

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে কালীপূজা মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ৩১ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সন্ধ্যায় ১৫১, বিবেকানন্দ রোডে ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটিতে কালীপূজা স্মারক বক্তৃতা ও ভক্তিগীতি সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে ষোড়শোপচারে কালীপূজা ও ধর্মসভায় সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ, সেবাব্রতানন্দ, আপ্তকামপ্রাণা মাতাজি, অচিন্ত্য মুখার্জী, রাজেশ বসু, ড. তপন চক্রবর্তী, পংকজ ব্যানার্জী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবারতি সেন, শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক, শ্রাবণী সিনহা, গার্গী ব্যানার্জী, সুস্মিতা চ্যাটার্জি, ঝুনু ব্যানার্জী, সুদীপ পাল, চন্দ্রমোহন দাস, সুস্মিতা রীত, প্রদ্যোৎ ব্যানার্জী প্রমুখ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাস্কর রায়চৌধুরি, রঞ্জন রায়, বিমান ভট্টাচার্য, মৃদুলা বাগ ও পূর্ণিমা মণ্ডল প্রমুখ। প্রতিদিন অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হিন্দ সঙ্ঘের কালীপুজোয় অভিনবত্বের ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: শেষ হল হিন্দ সংঘের ৮০ তম বর্ষে শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা। এই পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ২৭ অক্টোবর এক আলপনা কর্মশালার মাধ্যমে শুরু হয় উৎসব। হিন্দ সংঘ এবং চারুকলা ফাইন আর্টসের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের করা ব্রতের আলপনা দিয়েই সাজানো হয় মণ্ডপ। উপস্থিত ছিলেন চিত্রকর মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওমেন্সের অধ্যাপিকা ছন্দা বসাক ব্যানার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। এ বছরের কর্মশালা ও পুজোর ভাবনা ছিল বাংলার ব্রতকথা। এরপর ৩০ অক্টোবর রক্তদানের মাধ্যমে সূচনা হয় শ্যামাপুজোর। হিন্দ সংঘ ও শারদীয়া চারিটেবল ট্রাস্টের এই শিবিরে বহু মানুষজন মায়ের সামনে জীবনের জন্য রক্ত দান করেন। মায়ের হাতে খাঁড়া প্রদান করেন এলাকার স্বনামধন্য ডাক্তার ধৃতিশ্রী গাঙ্গুলী। এছাড়াও ঐদিন সন্ধ্যেবেলা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টসের কিউরেটর ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডা সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জিত যোতদারের উপস্থিতিতে সুন্দরবন নিয়ে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এছাড়াও পুজোয় উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ২ নভেম্বর নিরঞ্জন হয় মাতৃ প্রতিমার।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

শ্যামাপূজা উপলক্ষে সামাজিক উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের ছোড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে গ্রামরক্ষী বাহিনীর শ্যামা পূজা উপলক্ষে রক্তদানের আয়োজন করা হয়। পুলিশ কর্মীও এলাকার মানুষ মিলিয়ে ৮৪ জন রক্তদাতা এদিনের শিবিরে রক্ত দেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের ডিএসপি ডিএনটি সুব্রত মণ্ডল, আইসি আউশগ্রাম আব্দুল রব খান, আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার, ছোড়ার ওসি ত্রিদিব রাজ, পদ্মশ্রী শিক্ষক সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল লালন সহ আরও অনেকে। এদিন রক্ত দাতাদের হাতে একটি করে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয় ওসি ত্রিদিব রাজের পক্ষ থেকে। সেইসঙ্গে তিন দিনের এই কালী পুজোর উৎসবে ৩০ টির মতো গাছ লাগানো হয় থানা এলাকায়। নরনারায়ণ ও দরিদ্রদের সেবা এবং পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র এলাকার দরিদ্রদের কম্বল, বস্ত্রও দান করা হয়।

মুকুন্দ দাসের মূর্তি উন্মোচন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: প্রতিবছরের মতো এবছরও আনন্দময়ী কালী বাড়ির পুজো ধুমধাম করে হল। এদিন বিপ্লবী চারণকবি মুকুন্দ দাসের মূর্তির উন্মোচন হল। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রসঙ্গত আনন্দময়ী কালীবাড়িতে মায়ের নিত্য পুজো হয়ে থাকে, এছাড়া শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা প্রত্যেক বছর অনুষ্ঠিত হয় ঘটা করে। পুজোর পরের দিন দর্শনার্থীদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে।

হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গড় বালিয়া নব প্রভাত সংঘের প্রতিমা ও মণ্ডপ। ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

"যমের দুয়ারে গড়ল কাঁটা"

সুন্দরবনের চারাগাছকে পুজো দিয়ে ভাইফোঁটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : রবিবার সকালে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি ২ নম্বর দ্বীপের পার্বতী মণ্ডল, যমুনা মণ্ডল, বৃহস্পতি মণ্ডল, রাধারাণী মণ্ডলরা।এদিন সকালে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের গায়ে চন্দনের ফোঁটা, ফুলদূর্ব্বা দিয়ে মঙ্গল কামনা জানিয়ে ভাইফোঁটা পালন করলেন। পাশাপাশি এলাকার পরিতোষ মন্ডল,গৌতম নস্কর সহ অন্যান্যদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করে শুরু করলেন বিদ্যাধরী নদীর চড়ে ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজ। এদিন বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করেন তাঁরা। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বালি দ্বীপের মহিলাদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বিগত দিনে আয়লা, ফণি, বুলবুল, আম্ফান, ইয়াস, তিতলী, ডানা নামক একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুন্দরবনের বুকে ব্যাপকভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে। এর জেরে অসংখ্য ম্যানগ্রোভ নষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি এলাকার দুষ্কৃতিরা রাতের অন্ধকারে ম্যানগ্রোভ চুরি করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা সুন্দরবনকে। এমত অবস্থায় সুন্দরবনকে রক্ষা করতে কাজ শুরু করেছেন বালি ২ দ্বীপের 'সুন্দরবন ফাউন্ডেশান'। বিগত দিনে এলাকার বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ রোপণ করেছে তারা। তাদের উদ্যোগে এলাকার মহিলারা নার্শারীতে তৈরি করছিলেন বিভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ চারা গাছ। রবিবার সকালে সেই সমস্ত ম্যানগ্রোভ চারাগাছ নিয়ে এলাকার মহিলারা হাজীর হয় বিদ্যাধরী নদীর তীরে। সেখানে স্নান সেরে, সুচিবস্ত্র পরে গাছকে ধূপ, ফুলদূর্বা চন্দনের ফোঁটা এবং মিষ্টি দিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে ভাইফোঁটা পালন করেন। পরে সকল মহিলারা মিলিতভাবে কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করেন।

সুন্দরবন ফাউন্ডেশানের অন্যতম অধিকর্তা প্রসেনজিৎ মন্ডল বলেন 'সুন্দরবনের নদীবাঁধ রক্ষা করা এবং ম্যানগ্রোভ রোপণ অত্যন্ত জরুরী। তা না হলে অচিরে বিলীন হয়ে যাবে ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন। সেই কারণে সুন্দরবন ফাউন্ডেশানের উদ্যোগে গাছের সাথে গ্রামের মহিলাদের ভাই সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করে ভাইফোঁটা'র মধ্যদিয়ে ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করা হয়। তাছাড়াও একমাত্র মহিলারাই পারেন সমাজকে কলঙ্ক মুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

চুনাখালি গ্রামে ফুটবল মাঠে ভাইফোঁটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : যম দুয়ারে কাঁটা দিয়ে ভাইয়েদের দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল কামনা করে পবিত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূণ্যলগ্নে প্রতিটি বোন তার ভাইকে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা দেয়। এরই মাঝে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূণ্যলগ্নে এক বিরলতম দৃষ্টান্তের সাক্ষী থাকলো বাসন্তীর চুনাখালি গ্রামের ফুটবল মাঠ। যেখানে ভাইফোঁটা উৎসব মহাসমারোহে পালিত হল রবিবার।

প্রাক্তন বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিতে চুনাখালীতে গড়ে ওঠে জয়ন্ত নস্কর মেমোরিয়াল স্পোর্টস একাডেমি। সেখানে প্রতিদিন প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী ফুটবল খেলা শেখে। রবিবার ভাই ফোঁটার দিন উপস্থিতির সংখ্য ছিল অত্যন্ত নগন্য। ভাই ফোঁটার পূণ্যলগ্নে আচমকা ধূপ-দীপ, পুষ্পপত্র, চন্দন, ধান-দুর্ব্বা হাতে ফুটবলার বেশে মাঠের মধ্যে নেমে এসে প্রশিক্ষণরত ফুটবলারদের ভাইফোঁটা দেয় কানন, ফাতেমা, সুস্মিতারা। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন কোচ অসীম কয়াল,একাডেমীর সম্পাদক বাপ্পাদিত্য হাউলী, উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম অরুণ মণ্ডল, বরুন মণ্ডল, একাডেমি সদস্য কালিপদ সরদার, নরেন পৈড়া, পলাশ রায় সহ অন্যান্যরা। একাডেমীর সম্পাদক তড়িঘড়ি মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করেন। ভাই ফোঁটার মধ্য দিয়ে সুদৃঢ় হয় একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভাই বোনের সম্পর্ক। বাপ্পাদিত্য বলেন, 'এমনভাবে সকলেই যদি ভাই বোনের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ থাকে,তবে সমাজ থেকে নারীদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনার অবসান ঘটবেই। সুদৃঢ় হবে পারস্পরিক সম্পর্ক।

ভাই বৃক্ষকে রক্ষা করতে ফোঁটা দিল হিমাদ্রি মিশনের সদস্যারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সন্দেশখালি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত দুর্গামণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিমাদ্রি মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক ব্যতিক্রমী ভাই ফোঁটা। ভাই ফোঁটার পুণ্যতিথিতে হিমাদ্রি মিশনের মহিলা সদস্যারা এবার বৃক্ষকে ফোঁটা দিয়ে ভাই হিসেবে বরণ করে নিল। কারণ সুন্দরবন অঞ্চলে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন হয়েছে তখনই বৃক্ষ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঝড়ের গতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। এলাকার মানুষ, ঘরবাড়ি এবং নদী বাঁধ রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া বৃক্ষ পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করে। তাই এবার ভাই ফোঁটার দিন বৃক্ষকে ফোঁটার আয়োজন করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল হিমাদ্রি মিশন।

হিমাদ্রি মিশনের সদস্যা শিক্ষিকা সরস্বতী মণ্ডল বৃক্ষকে ফোঁটা দিয়ে বলেন, আমরা জানি গাছ আমাদের পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই এবার আমরা গাছকে ভাই ফোঁটা দিলাম। দাদা যেমন যেকোনও বিপদ থেকে তার বোনকে রক্ষা করে তেমনি বোনেদেরও উচিত দাদাকে (বৃক্ষকে) রক্ষা করা। আমরা আজ সকলে শপথ নিচ্ছি, সুন্দরবন অঞ্চলে আর বৃক্ষ ছেদন নয়, এবার থেকে আমরাই বৃক্ষকে রক্ষা করব। হিমাদ্রি মিশনের সভাপতি ডা: গিরীন্দ্র নাথ মণ্ডল বলেন, সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ বেঁচে থাকলে তবেই তো এলাকায় ভাই ফোঁটা হবে! বিজ্ঞানীরাই বলেছেন সুন্দরবনের আয়ু আর বেশি দিন নেই। সুন্দরবন অঞ্চলকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। তাই সুন্দরবন অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদকে রক্ষা করতে এবার হিমাদ্রি মিশনের উদ্যোগে বৃক্ষকে ভাই ফোঁটা দেওয়া হল।

ভাইফোঁটায় মাতল কাটোয়ার আনন্দ নিকেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিরাচরিত উৎসবের আবহে ভাইফোঁটায় মাতল বঙ্গবাসী। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার খাজুরডিহিতে অবস্থিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আনন্দ নিকেতন এবারও বিশেষভাবে সক্ষমদের সঙ্গে নিয়ে সাড়ম্বরে এই উৎসবে মেতে উঠেছিল। ভারতের অন্যতম কৃতী সন্তান তথা কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ হরমোহন সিংহ প্রতিষ্ঠিত আনন্দ নিকেতন সংস্থা দীর্ঘদিন

ধরে শত শত অসহায় মানুষের সেবায় নানাভাবে কাজ করে চলেছে। এইসব মানুষের কাছে হরমোহন সিংহ ছিলেন আদরের ডাক্তারবাবু। তাঁর মৃত্যুর পরেও আনন্দ নিকেতন স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। রবিবার এখানে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবে বিশেষভাবে সক্ষম নানান বয়সী ভাইবোনেরা মেতে ওঠে। বোনেদের কাঁপা কাঁপা হাতে দেওয়া চন্দনের ফোঁটা কপালে নিয়ে খুশিতে ভরে উঠেছিল ভাইদের মুখগুলি। এদিন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীরামপুরে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে সম্প্রীতির ভাইফোঁটা উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শামিল হয় শতাধিক মানুষ। এদিন জেলার মেমারীতেও গণ ভাইফোঁটা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

সেবা ফার্মার্সের সাহিত্য বাসর ও গুণীজন সম্বাধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির ৫৯ তম সাহিত্য বাসরে সম্বর্ধিত হলেন কবি ও শিক্ষক মিন্টু বাড়ুই। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি– সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে কবি ও ছড়াকার সুকুমার রায় এবং কবি ও শিল্পী অতুল প্রসাদ সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী সোনালী চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ দেন সেবা ফার্মার্স সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা। তিনি বলেন, 'প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় আমরা বয়স্ক মানুষদের নিয়ে গোবরডাঙা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ঠাকুর দেখিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু এবারে প্রবল বর্ষণে চারিদিকে জল উঠে যাওয়ায় শিশুদের বসে আকোঁ প্রতিযোগিতা সহ প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ জন বয়স্ক ও দুস্থ মানুষদের নিয়ে বস্ত্র বিতরণ, খাওয়া দাওয়া করা হয়। মিন্টু বাড়ুইকে মানপত্র, স্মারক, বই, ব্যাগ ইত্যাদি দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন সভাপতি হিমাদ্রি গোমস্তা, প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ। সুকুমার রায় ও অতুল প্রসাদ সেন সম্পর্কে বলেন, ঋতুপর্ণ ও বাসুদেব বাবু। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি স্বপন বালা, সুবিদ আলি মোল্লা, ধীরাজ রায়, নবকুমার বিশ্বাস, কুমকুম মুখোপাধ্যায়, কেয়া দেবনাথ, কল্পনা ঘোষ দস্তিদার, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত শীল, প্রদীপ মিস্ত্রী, গৌতম মণ্ডল ও টুলু সেন।

প্রতিবেশী শারদীয়া প্রকাশ ও গুণীজন সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ গৃহে রবিবার 'প্রতিবেশী' (নবপর্যায়) শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ ও গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হন নবতিপর কবি গোবিন্দ পান্তি এবং সমাজসেবী গোবিন্দ লাল মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোবরডাঙা লেখক শিল্পী সংসদের সভাপতি সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। এছাড়া প্রতিবেশী পত্রিকা উদ্বোধন করেন অতিথি ড. সুনীল বিশ্বাস এবং অন্ধপক্ষ পত্রিকা উদ্বোধন করেন অতিথি ও গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা দীপক কুমার দাঁ। উপস্থিত ছিলেন কবি সুভাষ সরকার, কবি সোহরাব হোসেন প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমকুম মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত ব্যক্তিদের উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, মানপত্র ও স্মারক প্রদান করা হয়। কবিতাপঠে অংশ নেন পাঁচু গোপাল হাজরা, সুদিন গোলদার, স্বপন বালা, গৌতম মণ্ডল, নবকুমার বিশ্বাস, দেবব্রত শীল, ড. জয়শ্রী মিত্র, রঞ্জিত মালো, উজ্জল মণ্ডল, ডা. অভিষেক দাঁ, তারাশঙ্কর আচার্য, দেবেশ সরকার, কেয়া দেবনাথ, কবিতা বিশ্বাস, আবু আবদুল্লাহ মণ্ডল, অর্চনা দে বিশ্বাস, কল্পনা পাল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রতিবেশী পত্রিকার সম্পাদক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

আঁশ কাঁচে

সচিব পদে টক্কর

জয় শাহ দায়িত্ব নেবেন আইসিসি চেয়ারম্যান পদে। ফাঁকা হবে বিসিসিআই সচিবের পদ। কে বসবেন এই পদে তা নিয়ে জল্পনা চলছেই। দৌড়ে রয়েছে দুই নাম। তারা হলেন গুজরাত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনিল প্যাটেল, দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহন জেটলি। রোহন আবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পুত্র। মনে করা হচ্ছে, এই দুই প্রার্থীর যে কেউই সচিব পদে আসতে পারেন। অনিল আবার গুজরাটের প্রশাসক। তিনি আবার অমিত শাহের ঘনিষ্ঠ বলেই জানা গেছে। ফলে, এক পদে দু'জনের টক্কর চলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অবাক স্টার্ক

গতবার জামাই আদর করেই দলে নেওয়া হয়েছিল। কেকেআর বহুমূল্য রত্নের দিকে এবার ফিরেও তাকায়নি। গতবার আইপিএল নিলামে রেকর্ড দামে অসি পেস তারকাকে কেনার পর এবার তার সঙ্গে যোগাযোগই করেনি তারা! তাতে বেশ অবাকই হয়েছেন মিচেল স্টার্ক। যদিও নিলামে কী হবে, তা বলা এখনই সম্ভব নয়। তবে হতাশা প্রকাশ করে স্টার্ক বলেছেন, 'আমি এখনও তাদের কাছ থেকে কোনো মেসেজ পাইনি। এটাই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট!' শুধু স্টার্ক কেন, বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারেরই এবার আইপিএল রিটেনশনে শিঁকে ছেড়েনি। রয়েছেন শুধু ট্র্যাভিস হেড ও প্যাট কামিন্স।

মহমেডানকে জরিমানা

প্রিমিয়ার ডিভিশন এ ইমামী ইস্টবেঙ্গল এফ সির বিরুদ্ধে ম্যাচে ভূমিপুত্র সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হলো। গভর্নিং বডির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ম্যাচের কোনও পয়েন্ট কাটা হয়নি মহামেডান স্পোর্টিং এর। সভায় উপস্থিত গভর্নিং বডির সদস্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধি দীপঙ্কর চক্রবর্তী জানান, ওই ম্যাচের পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গল নিতে রাজি নয়। এর আগে ডিসিপ্লিনারি কমিটি মহমেডান স্পোর্টিং এর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানানোয় বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গভর্নিং বডির কাছে পাঠানো হয়। সেই প্রেক্ষিতে গভর্নিং বডির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

খেলবেন মাহি

জল্পনাই সত্যি। দিওয়ালিতে মাহি ভক্তদের বাম্পার গিফটই দিল চেন্নাই সুপার কিংস। আগামী আইপিএলেও দেখা যাবে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো আনক্যাপড খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারবে। ধোনি এবার অ্যানক্যাপড ক্রিকেটার ফলে ৪ কোটি তিনি পাচ্ছেন। তবে টাকার অঙ্ক নয়, ধোনি খেলবেন, ধোনির খেলা দেখা যাবে আবার তাতেই খুশি চেন্নাই ও ধোনি ভক্তরা। আইপিএলের সেই সূচনা লগ্ন থেকেই চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এবারও থালাকে দেখতে পাবেন চেন্নাই ভক্তরা। চেন্নাই সুপার কিংস যে রিটেনশন লিস্ট জমা দিয়েছে তাতে ধোনি ছাড়াও ১৮ কোটি টাকা দিয়ে রুতুরাজ গায়কোয়াড়, ১৩ কোটিতে মাথিসা পাথিরানা, ১২ কোটিতে শিবম দুবে ও ১৮ কোটিতে রবীন্দ্র জাদেজাকে রিটেন করেছে।

মহিলাদের শিল্ড

মহিলা আইএফএ শিল্ড শুরু হতে চলেছে। খুব সম্ভবত আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শিলিগুড়ি কে ভেনু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আইএফএ অফিসে আইএফএ শিল্ড কমিটির বৈঠক এই বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা হয়।

গম্ভীরের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ ডানা ছাটছে বিসিসিআই

সুব্রত মণ্ডল, বালগড় : ভারত টি২০ বিশ্বকাপের ট্রফি জেতার পরপরই রোহিত শর্মাদের কোচের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কোচের দায়িত্বে আসেন গৌতম গম্ভীর। কোচ হওয়ার পর বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল গম্ভীরকে। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর চাপ বেড়েছে গম্ভীরের ওপর। যে সুবিধা তিনি পাচ্ছিলেন ভবিষ্যতে তা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কোচ হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো সাফল্য এনে দিতে পারেননি গম্ভীর। তার প্রথম সফর ছিল শ্রীলঙ্কা। সেখানে টি২০ সিরিজ জিতলেও ২৭ বছর পর শ্রীলঙ্কার কাছে একদিনের সিরিজ হেরেছিল ভারত। ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে টেস্টে ও টি২০তে হারালেও নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে হেরেছে দল। এই প্রথমবার ঘরের মাটিতে তিন বা তার বেশি টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জার রেকর্ড গড়ে ভারত। অর্থাৎ, গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারত দু'টি টি-টোয়েন্টি, দু'টি টেস্ট ও একটি একদিনের সিরিজ খেলেছে। পাঁচটির মধ্যে দু'টি সিরিজ হেরেছে তারা। এই হারের দায় দলের পাশাপাশি কোচের ওপরেও বর্তায়। সূত্রের খবর, গম্ভীরকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড। কোচ হওয়ার পর গম্ভীরকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছিল বোর্ড। বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, 'রবি শাস্ত্রী বা রাহুল দ্রাবিড় যা সুবিধা পাননি, তা-ই পেয়েছিলেন গম্ভীর। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, দল নির্বাচনের সময় কোচ সেখানে থাকতে পারেন না। কিন্তু গম্ভীরকে সেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের দল নির্বাচনের বৈঠকে তিনি ছিলেন।' গম্ভীরের জোরাজুরিতেই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট

রাইডার্সের হর্ষিত রানা ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নীতীশ রেড্ডি অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে জায়গা পেয়েছে। নির্বাচকরা প্রথমে তাদের কথা ভাবেননি। কিন্তু গম্ভীর তাদের বাধ্য করেছেন এই দুই তরুণকে দলে রাখতে। তিনি যদি এরপরেও সাফল্য দিতে না পারেন তাহলে পরের সিরিজ থেকে এই সুবিধা তিনি পাবেন না। অর্থাৎ, দল নির্বাচনের সময় তিনি থাকতে পারবেন না। নির্বাচকদের ওপরেই ভরসা করতে হবে তাঁকে।কোচ হওয়ার পর যে সুবিধা পেয়েছেন সেই অনুযায়ী সাফল্য দিতে পারেননি গম্ভীর। উল্টো তার বেশ কিছু সিদ্ধান্তের সমালোচনা চলছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিচ বুঝতে ভুল করেছে ভারত। বেঙ্গালুরুর মেঘলা আবহাওয়ায় টস জিতে রোহিত শর্মার ব্যাট করার সিদ্ধান্ত তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পরে রোহিত স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে পিচ বুঝতে পারেননি। সেই দায় কিন্তু কোচেরও। ব্যাটিং অর্ডারে কখনও বিরাট কোহলিকে তিন নম্বরে ব্যাট করতে পাঠানো, কখনও ঋষভ পন্থকে চারে নামিয়ে দেওয়ার মতো কাজ গম্ভীর করেছেন। টেস্টে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে সাধারণত এত পরীক্ষা কেউ করেন না। যদি এই পরীক্ষায় ভারত সাফল্য পেত, তাহলে হয়তো প্রশ্ন উঠত না। উল্টে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রশংসা হতো। কিন্তু সেটা হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে।এত কিছুর পরেও অবশ্য অধিনায়ক রোহিতকে পাশে পাচ্ছেন গম্ভীর। নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পর রোহিত জানিয়েছেন, মাত্র তিন-চার মাস দেখে কোনও কোচ বা সাপোর্ট স্টাফকে নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়। দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগে। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গম্ভীরের নেতৃত্বাধীন কোচিং দল তাদের সব রকম সাহায্য করেছে বলেই জানিয়েছেন রোহিত। নিউজিল্যান্ড সিরিজটা ভারতকে বাস্তবতা দেখাল যেন। যার রেশ লেগেছে গৌতম গম্ভীরের ওপরও। এখনই হয়তো চাকরি যাবে না। কারণ, ভারতীয় বোর্ডের নিয়ম আলাদা। সেখানে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হলে সেই সময়টা দেওয়া হয়। কিন্তু দ্রাবিড় যে সাফল্য দিয়ে ছেড়েছিলেন সেখান থেকে দায়িত্ব নেওয়ায় বাড়তি চাপ রয়েছে গম্ভীরের ওপর। তিনিও আইপিএলের কলকাতা নাইট রাইডার্সকে চ্যাম্পিয়ন করেই কোচের পদ পেয়েছেন। অর্থাৎ, গম্ভীর জানেন কীভাবে জিততে হয়। তিনি নিজের সুনাম ধরে রাখার আরও একটি সুযোগ পাবেন। অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জিততে পারলে কিছুটা হলেও আগের ব্যর্থতা ঢাকতে পারবেন গম্ভীর। তবে অস্ট্রেলিয়া থেকে হেরে ফিরলে কিন্তু চাকরি বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে কোচ গম্ভীরের।

কমিটি নেই অথচ মরসুম শুরু সিএবিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৪-'২৫ মরসুমের ক্রিকেট শুরু করে দিয়েছে সিএবি। ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট টি-২০ ও জেসি মুখার্জি টি-২০ টুর্নামেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে বাংলার ক্রিকেট মরসুম। কিন্তু টুর্নামেন্ট ফিক্সচার কমিটি, টুর্নামেন্ট কমিটি ছাড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট। শুধু তাই নয়, জেসি মুখার্জি টি-২০ ক্রিকেটের উদ্বোধনে মাঠে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি। প্রসঙ্গত, সিএবির সংবিধান অনুযায়ী কোনও টুর্নামেন্ট শুরু করতে হলে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের টুর্নামেন্ট কমিটি থাকাটা বাধ্যতামূলক। সেটাই এখন সিএবিতেই নেই। টুর্নামেন্টের কোনও বিষয় নিয়ে ক্লাব কর্তারা অভিযোগ বা আবেদন করতে চাইলে কার কাছে করবেন? কারণ সরকারি ভাবে বর্তমানে কোনও টুর্নামেন্ট কমিটিই নেই। এই ভুল কি অনিচ্ছাকৃত? প্রসঙ্গত, অ্যানোয়াল জেনারেল মিটিং — এর পর পুরনো কমিটির কোনও অস্তিত্ব থাকেনা। এজিএমের পর অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে হয়। গত ২৮ অক্টোবর অ্যাপেক্সের বৈঠকও ডেকেছিলেন সিএবি সচিব নরেশ ওঝা। কিন্তু সেই বৈঠক হয়নি। অথচ কিছুদিন আগে পুরনো ফিনান্স কমিটির বৈঠকও হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফিনান্স কমিটিরও সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। সিএবির মতো এত বড় অ্যাসোসিয়েশনের এমন অপেশাদার মনোভাব দেখে অবাক অনেকেই।

কোনও শাস্তি পেতে হচ্ছে না বাগানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : অক্টোবরের শুরুতেই তাবরিজে ট্রাক্টর এফসির বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচ খেলতে যাওয়ার কথা ছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। কিন্তু সেই সময় ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাবরিজ যায়নি মোহনবাগান। ইরানে খেলতে না যাওয়ায় শাস্তির ছায়া নেমে আসতে পারে, মোহনবাগানের সামনে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অবশেষে স্বস্তি। কোনও শাস্তি পেতে হচ্ছে না মোহনবাগানকে। চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে এএফসি। আশঙ্কা করা হয়েছিল ইরানে খেলতে না যাওয়ায় মোহনবাগানকে নির্বাসন ও জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে। যাবতীয় আশঙ্কা আপাতত দুর হয়ে গিয়েছে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২র নিয়মের ৫.৭ ধারা অনুযায়ী মোহনবাগানকে আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হচ্ছে না। তবে ৫.৫ ও ৫.৬ ধারা অনুযায়ী 'অভূতপূর্ব পরিস্থিতি'তৈরি হলেও এই মরসুমে আর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২র ম্যাচ আর খেলতে পারবে না। মোহনবাগানের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি প্রকাশ করে পুরো বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মোহনবাগানের ইরানে খেলতে না যাওয়ার ঘটনাটি 'অভূতপূর্ব পরিস্থিতি'হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এএফসি কম্পিটিশন কমিটি। ফলে আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হবে না মোহনবাগানকে। তবে এবছর আর প্রতিযোগিতায় খেলতে পারবে না।

আন্তর্জাতিক সাফল্যে ইতিহাস গড়ল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ বছর পর এএফসির নকআউট পর্বে ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ শীর্ষে থেকে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের শেষ আটের যোগ্যতাঅর্জন করেছে লাল হলুদ ব্রিগেড। কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই বলা চলে। আইএসএলে টানা আধ ডজন হারের পর আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে সাফল্যের প্রত্যাশা হয়তো অনেকেই করেনি। কিন্তু কোচ অস্কার ব্রুজোর তত্ত্বাবধানে গ্রুপের দুটো ম্যাচ জিতে এবং একটি ড্র করে একনম্বর দল হিসেবেই কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছে কলকাতার প্রধান। শনিবার দুপুরে ভুটান থেকে দমদম বিমানবন্দরে নামামাত্র বীরের সম্মান পেলেন লাল হলুদের ফুটবলাররা। ফুল-মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় দিমিত্রিয়স ডিয়ামানটাকোস, সল ক্রেস্পো, মাদি তালালদের। বিজয়ী দলকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। লাল হলুদ ফুলের মালা, ফুলের স্তবক, পতাকা নিয়ে হাজির ছিল সমর্থকের দল। একে একে ফুটবলাররা বেরোতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে সাপোর্টাররা। তাঁদের সঙ্গে চলে সেলফির পালা। অস্কারকে দেখেই ওঠে জয়ধ্বনি। ঠিক দু'সপ্তাহ হল ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন। এএফসি কাপে সাফল্য ইতিমধ্যেই স্প্যানিশ কোচকে নায়কের আসনে বসিয়ে দিয়েছে। শনি দুপুরে অস্কারকে নিয়ে বিমানবন্দর চত্বরে উন্মাদনা ছিল সবচেয়ে বেশি। যা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেন তিনি।

এই মরসুমেই ব্যাট তুলে রাখবেন ঋদ্ধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধুমাত্র বয়সের কারণে ভারতীয় দলে আর সুযোগ পাবেন না এটা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। সেই কারণে ৪০ বছরেই থামলেন ঋদ্ধিমান সাহা। অবসর ঘোষণা করলেন ভারতের অন্যতম সফল উইকেটকিপার। নিজের এক্স মাধ্যমে ঋদ্ধিমান জানালেন ২০২৪-২৫ মরসুমে রঞ্জি খেলেই ক্রিকেট কেরিয়ারের ইতি টানবেন তিনি। তিনি লেখেন, একটা সফল ক্রিকেটিয় অধ্যায় পেরনোর পর এটাই আমার কেরিয়ারের শেষ মরসুম হতে চলেছে। আমি গর্বিত বাংলার হয়ে শেষবার রঞ্জি ট্রফিতে খেলার সুযোগ পেয়ে। চলো সবাই মিলে চেষ্টা করি, এই মরসুমটাকে মনে রাখার মতো তৈরি করি"। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পরে সিএবি যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস ঋদ্ধির বাংলার প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর অভিমানে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরা যান পাপালি"। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার জন্য যে সৌরভ গাঙ্গুলিকে একহাত নেন ঋদ্ধি, সেই সৌরভের হাত ধরেই ফের বাংলায় ফেরেন তিনি। দুই বছরের মান অভিমানের পালা শেষে এবারই বাংলায় খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

জেলায় জেলায় টক্কর

বাঁকা পায়েই বিশ্ব জয়ের লড়াইয়ে প্যারা স্যুইমার দীপান্বিতা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেওয়া ইংলিশ চ্যানেল জয়ী প্রতিবন্ধী সাঁতারু মাসুদুর রহমান বৈদ্যর রাজ্যের আরও এক প্যারা স্যুইমারের নজরকাড়া সাফল্য নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। জাতীয় স্তরে প্যারা স্যুইমিংয়ে বর্ধমানের দীপান্বিতা মজুমদারকে ঘিরে এবার দেশের প্রত্যাশার পারদ চড়তে শুরু করল। অস্বাভাবিকরকম বাঁকা ও টলমল দুটি পা আর ছোট্টখাট্টো শরীর নিয়ে প্যারা স্যুইমিং জগতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে বর্ধমান শহরের বড়নীলপুর বালিডাঙার বাসিন্দা দীপান্বিতা মজুমদার। জন্মগতভাবেই প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে অসম লড়াই তার। সেই জীবনসংগ্রামের মধ্যেই প্যারাস্যুইমিং জগতের শীর্ষস্থানে পৌঁছনোর লড়াইটা যে আরও তীব্রতর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও সবরকম প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেই বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে অবিচল দীপান্বিতা। সম্প্রতি, গোয়ার পানাজিতে অনুষ্ঠিত ২৪তম ন্যাশনাল প্যারা স্যুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় একাধিক বিভাগে দীপান্বিতার অভাবনীয় সাফল্য লাভে রীতিমতো চমকিত রাজ্যবাসী। দীপান্বিতা জুনিয়র লেভেলের একেবারে শেষ পর্যায়ে জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ হাতে পেতেই নিজের সবটুকু উজার করে দিয়ে ছিনিয়ে আনল শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক, ৪০০ মিটার রিলে সহ বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত এবং দলগতভাবে মোট ৫ টি পদক লাভ করতে পেরে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত অষ্টাদশী দীপান্বিতা মজুমদার। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে প্রথম স্থান অধিকার করে ২টি স্বর্ণপদক, ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইলে দ্বিতীয় স্থান অর্জনে ১টি রৌপ্যপদক এসেছে তার ঝুলিতে। এছাড়াও ৪০০ মিটার রিলে ও ৪০০ মিটার মিডলে বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের মাধ্যমে দলগতভাবে ২টি রৌপ্যপদক লাভ হয়েছে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর কলাবিভাগের মেধাবী ছাত্রী দীপান্বিতার এমনতর চমকপ্রদ সাফল্যে গর্বিত জেলাবাসী। বাবা বিপ্লব মজুমদার ও মা শিখা মজুমদারকে পাশে নিয়েই দীপান্বিতা বলল, এবারই আমার জুনিয়র লেভেলে প্রতিযোগিতার সুযোগ শেষ হয়ে গেল। এরপর আমার সিনিয়র লেভেল শুরু। আমার লক্ষ্য, জাতীয় স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পাশাপাশি প্যারা স্যুইমিং এশিয়াড এবং প্যারা অলিম্পিকে দেশের হয়ে

প্রতিনিধিত্ব করে পদক জয় লাভ। বাবা বিপ্লব মজুমদার বলেন, ছোট থাকতেই মেয়ের দুটি পা অস্বাভাবিক রকম বাঁকা। দীর্ঘদিন দিল্লি এইমস সহ চেন্নাইতে চিকিৎসা করাতে হয়েছে। হাঁটুতে একাধিকবার জটিল অপারেশন করা হলেও সে এখনও সহজে চলাফেরা করতে পারে না। ছোট থাকতেই ডাক্তারের পরামর্শ মতো মেয়েকে সাঁতার প্রশিক্ষণে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। বর্ধমানে সন্দীপ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে তার সাঁতার প্রশিক্ষণ চলছে। সাঁতারকেই ভালোবেসে মেয়ে এতদূর পৌঁছাতে পেরেছে। তার এই সাফল্যের পর ওর প্রতি আমাদের আরও দায়িত্ব বেড়ে গেল।

রাজার লড়াইয়ে বাজিমাত কৈখালির ছোট্ট অনীশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স সবে সাড়ে তিন পেরিয়েছে। তারই মধ্যে সাদা-কালো খোপে দাপট দেখাতে শুরু করেছে কৈখালির ছোট্ট অনীশ। কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসাবে ফিডে রেটিং পেল বাংলার খুদে অনীশ সরকার। ভেঙে দিল ভারতেরই তেজস তিওয়ারির রেকর্ড। গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার ছাত্র অনীশ সরকার। এন্টালির সেন্ট জেমস স্কুলের লোয়ার নার্সারির এই পড়ুয়া। অঙ্কই তার ধ্যান-জ্ঞান। দাবার বোর্ড তার স্বপ্ন। ৩ বছরের জন্মদিনে মামা তাকে ভালবেসে দাবা উপহার দিয়েছিল। সেই দাবাই বদলে দিল ছোট মনের কল্পনা। ছাত্রের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। প্রথমে নিজের অ্যাকাডেমিতে অনীশকে নিতেই চাননি দিব্যেন্দু। কারণ ৫ বছরের আগে তাঁর অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয় না। অ্যাকাডেমিতেই দিনের ৭-৮ ঘণ্টা কাটে অনীশের। দিব্যেন্দু বলেন, 'প্রথম দিন আমি পরীক্ষা নিয়েছিলাম, এখন সেই ছেলে আমাকে বিভিন্ন ঘুঁটি সাজিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নেয়।' তিনি আরও বলেন, 'ও বিস্ময় বালক। মাত্র ক'মাস হয়েছে খেলছে। তাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছে ও কতটা প্রতিভাধর। তবে ফিডে রেটিং পাওয়াটাই তো সব নয়। এখন অনেকটা পথ যাওয়া বাকি। ওর শেখার ইচ্ছা আছে। এখন ও জানতে চায় বিভিন্ন জিনিস। আমাকে জিজ্ঞেস করে দাবা খেলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শব্দের মানে। ও হয়তো এখনই সবটা বোঝে না। কিন্তু বোঝার ইচ্ছেটা রয়েছে পুরো। দিনে সাত-আট ঘণ্টা অ্যাকাডেমিতে কাটায়। খেলা ছেড়ে উঠতে চায় না। আমি মাঝেমাঝে বাড়িতেও ডেকে নিই। আশা করছি আরও অনেক সাফল্য পাবে অনীশ।'

অনীশ এতই ছোট যে চেয়ারে বসে ঘুঁটিতে হাত পায় না। চেয়ারের উপর হাঁটু মুড়ে বসে দাবা খেলতে হয়। উচ্চতা কম হলেও ইতিমধ্যেই আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে তাকে নিয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম অনীশের। বাবা স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক। মা গৃহবধূ। অনীশকে নিয়েই সময় কাটে মায়ের। নাম প্রকাশ্যে আনতে অনিচ্ছুক তাঁরা। ছেলের কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হলেও চান না তাঁদের পরিচয় জানুক সকলে। নেপথ্যে থেকেই ছেলেকে এগিয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা। অনীশের মায়ের কথায়, 'অন্য কোনও খেলনার থেকে দাবাটাই মনে হয়েছিল বেশি সুরক্ষিত। ও তো খুব ছোট, কোনও কিছু পেলেই মুখে দেওয়া অভ্যেস। দাবার ঘুঁটিগুলো বড়, তাই মুখে দিলেও গিলে ফেলতে পারবে না। সেই কারণেই দাবা নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত ওকে। আমি খেলতে বসলে ওর সঙ্গে ৫দানও খেলতে পারি না। দাবার প্রতি এই ভালবাসা দেখেই দিব্যেন্দু বড়ুয়ার কাছে নিয়ে যাই। ওঁর হাতেই তৈরি হচ্ছে অনীশ।'

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে

পড়তেই হবে

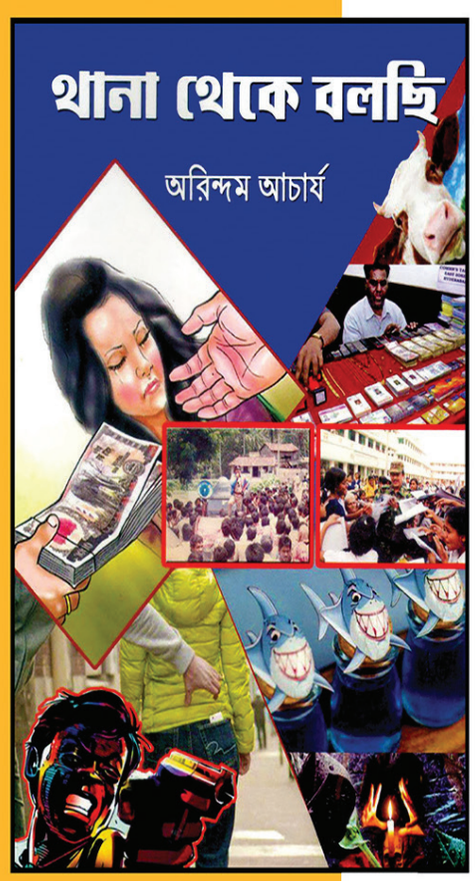

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com